RNI No. 71057/96

শ্রীজির কলমে গল্প

কমোলিকা

পৃষ্ঠা- ০৫

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

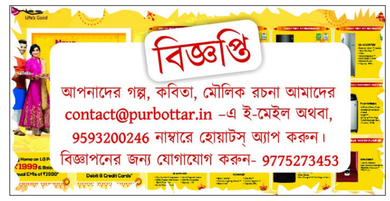

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ১০ জুলাই - ২৩ জুলাই, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ Vol: 30, Issue: 14, Cooch Behar, Friday, 10 July - 23 July, 2026, Pages: 12 Rs. 3

কোচবিহারে পালিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ৬ জুলাই কোচবিহারে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষে বিজেপি, বিজেপি যুব মোর্চা এবং কোচবিহার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পৃথকভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কোচবিহার শহর বিজেপির ১০ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত বক্তারা তাঁর আদর্শ, দেশপ্রেম এবং জাতির প্রতি অনন্য অবদানের কথা স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি দীপা চক্রবর্তী সহ ওয়ার্ডের নেতৃত্ব, কার্যকর্তা ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিজেপি জেলা যুব মোর্চার উদ্যোগে একটি রক্তদান ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ

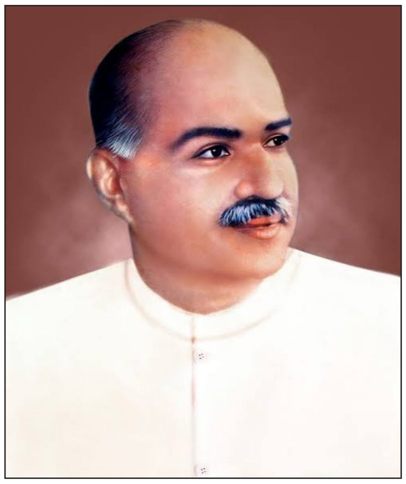

প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই শিবিরের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মালতী রাভা রায়, বিধায়ক অজয় রায়, বিধায়ক সুকুমার রায়, বিজেপির জেলা সভাপতি, প্রাক্তন বিধায়ক ও জেলা যুব মোর্চার সভাপতি-সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। বক্তারা সমাজসেবামূলক উদ্যোগ হিসেবে রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি ড. মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও আদর্শের কথা স্মরণ করেন।

এছাড়াও কোচবিহার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত একটি গ্যালারিরও শুভ উদ্বোধন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর মহকুমা শাসক, সমাজসেবক অভিজিৎ বর্মন ও বিরাজ বোস, বিধায়ক অজয় রায় এবং প্রাক্তন বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে-সহ প্রশাসনের আধিকারিক ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা।

জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ, জাতীয়তাবোধ এবং দেশের প্রতি তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কোচবিহারে ৯টি নতুন সেতু নির্মাণের অনুমোদন, বরাদ্দ প্রায় ৭৭ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কোচবিহার জেলায় ৯টি নতুন সেতু নির্মাণের অনুমোদন দিল কেন্দ্র সরকার। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পের আওতায় এই সেতুগুলি তৈরি করা হবে। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৭৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকারও বেশি।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি-কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান চিঠির মাধ্যমে এই অনুমোদনের কথা জানিয়েছেন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিককে। মোট ৫৩৬.০৬ মিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতুগুলি শীতলকুচি, কোচবিহার-১, মাথাভাঙা-১, দিনহাটা-২ ও তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নির্মাণ করা হবে।

চৌলহারা নদী, ফুলকুমার নদী, ঝাপুই নদী-সহ একাধিক জায়গায় আরসিসি সেতু তৈরি হবে। দীর্ঘদিন ধরে সেতুর অভাবে সমস্যায় থাকা গ্রামীণ এলাকার মানুষের যাতায়াত

সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পগুলি শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করবে না, এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। দ্রুত কাজ শেষ করার পাশাপাশি নির্মাণের গুণমান বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক এই অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, সেতুগুলি তৈরি হলে কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটবে।

জনগণনা ২০২৭-এর প্রস্তুতি শুরু কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জনগণনা ২০২৭-এর প্রস্তুতি শুরু করল কোচবিহার জেলা প্রশাসন। সেই লক্ষ্যে ৬ জুলাই, সোমবার কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে জেলা জনগণনা সেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনগণনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চারটি আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন) প্রচারযানের ফ্ল্যাগ-অফ করা হয়।

ডিরেক্টরেট অফ সেন্সাস অপারেশনস, পশ্চিমবঙ্গ-এর তত্ত্বাবধানে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনগণনা ২০২৭-এর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

আগামী দিনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে এই প্রচারযানগুলি জনগণনা সংক্রান্ত তথ্য ও বার্তা পৌঁছে দেবে। পাশাপাশি, জনগণনায় সঠিক তথ্য প্রদান এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আশা, এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণনার কাজে মানুষের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

রথযাত্রার প্রস্তুতিতে উৎসবের আমেজ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: আষাঢ় মাসের রথযাত্রা এলেই নতুন করে প্রাণ ফিরে পায় কোচবিহারের ঐতিহ্য। বিশেষ করে শহরের ঐতিহাসিক মদনমোহন বাড়ির রথযাত্রা ঘিরে জেলার মানুষের আবেগ, বিশ্বাস ও উৎসাহ বরাবরই চোখে পড়ার মতো। কোচবিহার রাজপরিবারের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়েরও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতি বছর হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে মদনমোহন বাড়ি চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকা।

এবারও রথযাত্রাকে সামনে রেখে মদনমোহন বাড়িতে জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, রথের সংস্কার ও রং করা, আলোকসজ্জা, ফুল দিয়ে সাজানো এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। রথযাত্রার দিন সকালে বিশেষ পূজা, মঙ্গল আরতি ও ভোগ নিবেদনের পর নির্দিষ্ট সময়ে ভগবান মদনমোহনের বিগ্রহকে সুসজ্জিত রথে বসিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হবে। রথের রশি টানাকে কেন্দ্র করে ভক্তদের মধ্যে থাকে বিশেষ উৎসাহ। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ভক্তিভরে রথের রশি টানলে শুভ ফল লাভ হয় এবং জীবনের নানা বাধা দূর হয়। সেই বিশ্বাসে প্রতিবছর জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, এমনকি অসম থেকেও বহু ভক্ত কোচবিহারে আসেন। অনেকেই

পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রায় অংশ নেন। মদনমোহন বাড়ির রথযাত্রাকে ঘিরে শহরে বসে বর্ণাঢ্য মেলা। মেলার বিভিন্ন স্টলে মাটির খেলনা, হস্তশিল্প, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, গৃহস্থালির জিনিসপত্র, মিষ্টি, পাপড়, ফুচকা, ঝালমুড়ি থেকে শুরু করে ছোটদের জন্য নাগরদোলা ও নানা বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। এই মেলা স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর ও হকারদের কাছে বছরের অন্যতম বড় ব্যবসার সুযোগ এনে দেয়।

রথযাত্রা উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে নামসংকীর্তন, ভজন, কীর্তন, ধর্মীয় আলোচনা, প্রসাদ বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যার পর আলোর সাজে সেজে ওঠে মদনমোহন বাড়ি ও আশপাশের এলাকা, যা দেখতে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ। উৎসবকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। রথের নির্ধারিত পথ, মদনমোহন বাড়ি চত্বর এবং মেলাপ্রাঙ্গণে মোতায়েন থাকবে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা, সিসিটিভি নজরদারি, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলকে শৃঙ্খলা বজায় রেখে উৎসবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

কোচবিহার রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় মদনমোহন বাড়িকে কেন্দ্র করে যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, রথযাত্রা তার অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে উৎসবের আয়োজন আরও আধুনিক হলেও মানুষের ভক্তি, আবেগ এবং ঐতিহ্যের প্রতি টান আজও একই রকম অটুট। সব মিলিয়ে, মদনমোহন বাড়ির রথযাত্রা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি কোচবিহারের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সম্প্রীতি এবং মানুষের মিলনমেলার এক অনন্য প্রতীক। আসন্ন রথযাত্রাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উৎসবের আবহে মেতে উঠেছে গোটা কোচবিহার। ভক্তদের বিশ্বাস, রথের চাকা যেমন এগিয়ে চলে, তেমনি সকলের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গলও বয়ে আনবে এই পবিত্র উৎসব।

তারাতলা বিপর্যয়ে দুর্গতদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: গত ২৪ জুন তারাতলায় একটি নির্মীয়মাণ গোডাউন ভেঙে পড়ে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে, তাতে প্রাণ হারানো ১৬ জন শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। ৭ জুলাই, মঙ্গলবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি নিহতদের পরিবারের হাতে ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আহতদের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, সরকার কেবল আর্থিক সাহায্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ করা হবে। সেদিন মৃত এক শ্রমিকের স্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চাকরির আবেদন জানালে, তিনি তৎক্ষণাৎ পুর প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে এবং মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরিবারের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করে পুরসভায় কাজের সুযোগ তৈরি করা হবে। তবে তিনি বাস্তব পরিস্থিতি মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী চাকরি পেতে অন্তত মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় কিছুটা সমস্যা হতে পারে।

দুর্ঘটনায় পিতৃহারা বা অভিভাবকহীন সন্তানদের পড়াশোনার সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। পরিবারগুলিকে স্থায়ীভাবে সাহায্য করতে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের ভাতা দেওয়ার বিষয়টিও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

দুর্ঘটনায় যারা আহত হয়েছেন, তারা সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশাসনিক স্তরে এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি যাতে দ্রুত কার্যকর হয়, তার জন্য ৭ থেকে ১০ দিনের একটি সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের এই মানবিক ও তৎপর ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। এখন দেখার, প্রশাসনের এই আশ্বাস কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়।

গুলমা চা বাগানে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে শিলিগুড়ির গুলমা চা বাগানে আয়োজিত হল এক ব্যতিক্রমী সামাজিক উদ্যোগ। শিলিগুড়ি বন্ধুচল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে গত ৮জুলাই বুধবার অনুষ্ঠিত মেগা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও সাপ সচেতনতা কর্মসূচিতে এলাকার বাসিন্দাদের ব্যাপক সাড়া মেলে।

শিবিরে শতাধিক মানুষ বিনামূল্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা, রক্তচাপ ও রক্তে শর্করা নির্ণয়, ফুসফুসের কার্যক্ষমতা (পিএফটি) পরীক্ষা, চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিশেষ করে চা বাগানের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এই উদ্যোগে উপকৃত হন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাপ সচেতনতা কর্মসূচি। এতে সাপ

সম্পর্কে প্রচলিত কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করার পাশাপাশি সাপের কামড়ের পর প্রাথমিক করণীয়, বিষধর ও নির্বিষ সাপ চেনার উপায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাপের অপরিহার্য ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সচেতনতামূলক এই কর্মসূচিতে স্থানীয়দের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে প্রধান স্পনসর হিসেবে সহযোগিতা করে মারোয়ারি যুব মঞ্চ, সেবক শাখা। এছাড়াও আশীষ চার্চ মিনিস্ট্রি, এসিএম, আজমি কেয়ার, এফডব্লিউএন ফাউন্ডেশন, 'সাপ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও' রাজ্য সমন্বয় সমিতি-সহ একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

অণুপ্রভা রায়ের মুঠোফোনে বন্দি 'মেঘের আড়ালে এক টুকরো সন্ধ্যার সাগরদিঘি...'

নারী সুরক্ষার অন্ধকার ভবিষ্যৎ

বিশেষ প্রতিবেদন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ১১ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি আমাদের সভ্য সমাজের গায়ে এক স্থায়ী কলঙ্ক লেপে দিল বললেই চলে। যে বর্বরতার সঙ্গে মেয়েটির প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে তা অবর্ণনীয়। 'বস্তাবন্দি করে পুকুরে ফেলার সময়েও তার দেহে প্রাণ ছিল' এই তথ্যটি শুধু আইনি ব্যবস্থার ব্যর্থতা নয়, আমাদের সামগ্রিক সামাজিক পচনকে স্পষ্ট করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। এই ঘটনার জেরে বারুইপুর, সোনারপুর ও নরেন্দ্রপুর এলাকায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করতে হয়েছে, গণপিটুনিতে এক সন্দেহভাজনের মৃত্যু হয়েছে এবং পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার এই চরম বিপর্যয় এবং একটি নিষ্পাপ শিশুর এমন মর্মান্তিক পরিণতি আজ আমাদের বাধ্য করছে একটি কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে যে, 'এই ধরনের ঘটনার ভবিষ্যৎ কী? আমরা কি আদেও কোনওদিন এই অন্ধকার থেকে বেরোতে পারব?'

ঘটনার পর ৬ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে, গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। কিন্তু এই তৎপরতা প্রতিবারই ঘটে 'ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর'। নিখোঁজ হওয়ার ডায়েরি করার সঙ্গে সঙ্গে যদি পুলিশ প্রশাসন যুদ্ধকালীন তৎপরতা দেখাত, তবে হয়তো আজ একটি প্রাণ বেঁচে যেত। জনগণের এই ক্ষোভ অত্যন্ত সংগত, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে যে গণপিটুনি ও আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেল, তা ভবিষ্যতের জন্য আরও এক বড় বিপদসংকেত। পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর থেকে আমজনতার আস্থা চলে গেলে সমাজ যে মব-লিঞ্চিং বা অরাজকতার দিকে এগোবে, বারুইপুর তারই আরেকটি ট্রেলার।

মৃতদেহকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিযোগিতা এ রাজ্যে নতুন কিছু নয়। শাসক থেকে বিরোধী, সব শিবিরের নেতাদের ঢল নেমেছে বারুইপুরে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অপরাধীদের 'সর্বোচ্চ শাস্তি' বা ফাঁসির বার্তা দিয়েছেন, পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ আর ফাঁপা আশ্বাস বা রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি দেখতে চায় না। বিচারের এই দীর্ঘসূত্রিতাই অপরাধীদের সাহস বাড়িয়ে দেয়। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে দ্রুততম সময়ে যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেওয়া যায়, তবে এই ধরনের নৃশংসতা আগামী দিনে আরও বাড়বে।

যদি বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করা যায়, তবে এই ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও অন্ধকার, যদি না এখনই একাধিক স্তরে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। প্রথমেই দরকার পুলিশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। নিখোঁজ ডায়েরি বা নারী নির্যাতনের অভিযোগ আসামাত্রই লাল ফিতের ফাঁস সরিয়ে পুলিশকে অ্যাকশনে নামতে হবে। কর্তব্যে গাফিলতি থাকলে নিচু তলার পুলিশকর্মীদের শুধু ক্লোজ বা বদলি নয়, বিভাগীয় কড়া শাস্তির মুখে দাঁড় করাতে হবে। পকসো বা ধর্ষণের মামলা বছরের পর বছর টেনে না নিয়ে সর্বোচ্চ ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অপরাধীর সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত করতে হবে। আইনের ভয় তৈরি না হলে অপরাধের গ্রাফ নামবে না।

এটি কেবল প্রশাসনিক সমস্যা নয়, এটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবারে লিঙ্গ সমতা ও নৈতিকতার পাঠ দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিকৃত মানসিকতা রুখতে না পারলে আইন দিয়ে সমাজকে পুরোপুরি সুরক্ষিত করা অসম্ভব।

বারুইপুরের নির্যাতিতা যেন স্রেফ আরেকটি অপরাধের পরিসংখ্যান হয়ে ফাইলবন্দি না হয়ে যায়। আজ যদি এই বিচারহীনতার সংস্কৃতি আর রাজনৈতিক তরজা বন্ধ না হয়, তবে আমাদের ঘরের প্রতিটি কন্যাসন্তানের ভবিষ্যৎ এক গভীর অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবে। সমাজ ও প্রশাসনকে এই ঘুমন্ত দশা থেকে এবার জাগতেই হবে।

শিলিগুড়িতে এডুকেশন ফেয়ার

ভাস্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি: উচ্চশিক্ষা ও কেরিয়ারের সঠিক দিশা দেখাতে বিশেষ উদ্যোগ নিল অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস, ওয়েস্ট বেঙ্গল (এপাই)। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে হয়ে গেল 'প্রি-কাউন্সেলিং অ্যান্ড এডুকেশন ফেয়ার ২০২৬'। উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করতেই এই বিশেষ উদ্যোগ। এপাই-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় ৫০টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (মাকাউট), রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই মেলায় ভর্তি প্রক্রিয়া, কোর্স, বৃত্তি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া হয়।

রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পে ৩৩ শতাংশ অর্থ খরচে ছাড়পত্র নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন ও পরিকাঠামো প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে 'স্টেট ডেভেলপমেন্ট স্কিম'-এর আওতায় বরাদ্দ অর্থের ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত খরচের অনুমতি দিল নবান্ন। ৭ জুলাই তথা মঙ্গলবার অর্থ দপ্তরের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তিকালীন বাজেট বা 'ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট'-এ বরাদ্দ অর্থের ভিত্তিতেই এই ছাড় দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং 'রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড'-এর কাজও এই সিদ্ধান্তের আওতায় আসবে।

তবে কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প, অর্থ কমিশনের প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিমের ক্ষেত্রে সরাসরি অর্থ ছাড় করা যাবে না। এসব ক্ষেত্রে অর্থ দপ্তরের আগাম অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি ঋণ, ভর্তুকি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও অর্থ দপ্তরের ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে।

সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে নির্দেশিকায় একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ অনুমোদনের আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আর্থিক উপদেষ্টার অনুমোদন নিতে হবে। নির্ধারিত বাজেটের বাইরে অতিরিক্ত খরচ করা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে।

কোচবিহারে শুরু ‘মা আহার’

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করে ৫ জুলাই, রবিবার থেকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে চালু হলো ‘মা আহার’। আগে পুরসভার পরিচালনায় এই ‘মা ক্যান্টিন’ থেকে ৫ টাকায় ডিম-ভাত মিলত, এবার তার নতুন নামকরণ হয়েছে। এখন সেখানে মিলবে মাছ-ভাতও। উদ্বোধনের দিন মেনুতে ছিল ভাত ও মাছের ঝোল, যা মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে প্রায় ৩০০ জন মানুষ খেয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, এখন থেকে প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত এই ক্যান্টিন খোলা থাকবে এবং ডিম-ভাতের পাশাপাশি সপ্তাহে দু'দিন মেনুতে মাছও দেওয়া হবে। হাসপাতালের রোগী, তাঁদের পরিজন ও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সরকারের এই জনকল্যাণমূলক উদ্যোগে খুশি শহরবাসী।

কোচবিহার এসপি অফিসে মীনাক্ষীর অবস্থান বিক্ষোভ

গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ, ছোঁড়া হয় ডিম

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: শীতলকুচিতে এক সিপিএম কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্রমশ পারদ চড়ছে রাজ্য রাজনীতিতে। মৃত কর্মী মন্টু মিঞার পরিবারের ন্যায়বিচার এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এবার সরাসরি কোচবিহারের পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি ও অন্যান্য ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব।

৫ জুলাই, রবিবার শীতলকুচির খুঠামারা নদীর চানঘাট সেতু এলাকা থেকে মন্টু মিঞার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কিন্তু তাঁদের আরও গুরুতর অভিযোগ শীতলকুচি থানার পুলিশ এই ঘটনায়

খুনের মামলা বা অভিযোগ নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ জানাতে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে মঙ্গলবার তথা ৭ জুলাই, শীতলকুচির সিঙ্গিমারি গ্রামে যান মীনাক্ষী মুখার্জি। তবে সেখান থেকে ফেরার পথে শীতলকুচি বাজারের কাছে তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। আক্রমণের তির স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দিকে।

ঘটনার পর ফেসবুক লাইভে এসে ক্ষোভ উগরে দেন মীনাক্ষী মুখার্জি। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও বামেদের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়। মীনাক্ষী কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে কোচবিহারে এসেছেন বলে কটাক্ষ করে বিজেপি কর্মীরা। অন্যদিকে, বাম নেতৃত্বের স্পষ্ট বক্তব্য, রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কারণেই বিজেপি এই ধরনের নোংরা ও কাপুরুষোচিত হামলা চালাচ্ছে।

১২৪তম তিরোধান দিবসে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: স্বামী বিবেকানন্দের ১২৪তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে ৪ জুলাই, শনিবার কোচবিহার শহীদ বাগ মুক্তমঞ্চে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিক্ষক ও সমাজকর্মী বিপ্লব তালুকদার।

সমাজকর্মী তথা ‘বাইক অক্সিজেন ম্যান’ শংকর রায় ধূপকাঠি ও মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তাঁরই উদ্যোগে প্রতি বছর শহীদ বাগ মুক্তমঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান দিবস পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আস্থা ফাউন্ডেশনের সদস্যরাও উপস্থিত থেকে ধূপকাঠি ও মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপস্থিত সকলে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ, মানবসেবা ও দেশপ্রেমের বাণী স্মরণ করেন এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

শান্ত, সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হওয়া এই অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। স্বামীজির আদর্শ আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বার্তাই উঠে আসে সেদিনের অনুষ্ঠানে।

৪ দিনের পুলিশি হেপাজতে বিশু ধর

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: শিশুমঙ্গল সমিতির নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহের ঘনিষ্ঠ বিশু ধরকে ৭ জুলাই, মঙ্গলবার ফের দিনহাটা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। জেল হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় এদিন তাঁকে আদালতে তোলা হয়।

শুনানিতে তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নথি সংগ্রহ করা বাকি রয়েছে। সরকারি আইনজীবী অভিযুক্তের বয়স ও শারীরিক

অবস্থার বিষয়টিও আদালতের নজরে আনেন।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত বিশু ধরকে চার দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। তদন্তের স্বার্থে এই সময়ের মধ্যে পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ চালাবে।

উল্লেখ্য, শিশুমঙ্গল সমিতির নামে অর্থ আদায় ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে বিশু ধরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর একাধিকবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে কখনও পুলিশ হেপাজত, আবার কখনও জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার আদালত চত্বর থেকে বের হওয়ার সময় সাংবাদিকরা তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। মামলার পরবর্তী গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।

কমরেড জ্যোতি বসুর জন্মজয়ন্তী

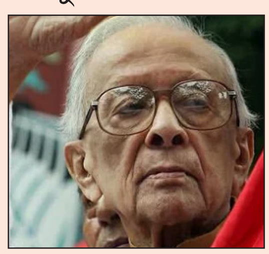

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসুর ১১৩তম জন্মদিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করল জেলা মোটর ট্রাক কর্মী সংঘ। এই উপলক্ষ্যে গত ৮জুলাই বুধবার সংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদান, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জ্যোতি বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের সদস্যরা। বক্তারা তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা থেকে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়।

রক্তদান শিবিরে সংগঠনের সদস্য, সমর্থক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা অংশ নেন। সকলের হাতে শংসাপত্র ও স্মারক তুলে দেওয়া হয়। আয়োজকদের বক্তব্য, মানবসেবার মাধ্যমে একজন জননেতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো যায়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পদাধিকারী, শ্রমিক সংগঠনের সদস্য এবং বামপন্থী কর্মী-সমর্থকরা। আগামীতে জ্যোতি বসুর আদর্শকে সামনে রেখে এরকম কর্মসূচি করার কথা জানান সংগঠনের সদস্যরা।

শিশুমঙ্গল সমিতি মামলায় ফের জেল হেফাজতে বিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: শিশুমঙ্গল সমিতির নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায় ও অর্থ তছরুপের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহের ঘনিষ্ঠ বিশু ধরকে ৩ জুলাই, শুক্রবার ফের দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

মামলার শুনানি শেষে আদালত অভিযুক্তকে আরও তিন দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মন জানান, আগামী ৬ জুলাই বিশুকে পুনরায় আদালতে পেশ করা হবে; ততদিন তাঁকে জেল হেফাজতেই রাখা হবে।

উল্লেখ্য, শিশুমঙ্গল সমিতির নামে জোরপূর্বক অর্থ সংগ্রহ এবং সেই অর্থ তছরুপের অভিযোগে বিশু ধরকে গ্রেফতার করা হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন তথ্য ও নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

টাকাগাছে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পঞ্চায়েত প্রধান রুমি বর্মনের পদত্যাগের দাবিতে ৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোচবিহারের টাকাগাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। গত ১৫ বছরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি ও কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলে সকাল থেকেই প্রধানের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাঁদের দাবি, কাটমানি সংস্কৃতির কারণে বহু প্রকৃত উপভোক্তা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অবিলম্বে প্রধানের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান রুমি বর্মন জানান, দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তবে প্রয়োজনে তিনি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়।

পৌরপতির পদত্যাগের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পৌরপতি দিলীপ সাহার পদত্যাগের দাবিতে ৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার কোচবিহার পৌরসভার সামনে বিক্ষোভে শামিল হন বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দা, বিশেষ করে মহিলারা। অভিযোগ, নির্বাচন-পরবর্তী সময় থেকেই পৌরপতি ও অধিকাংশ কাউন্সিলর নিয়মিত পৌরসভায় আসছেন না। ফলে নাগরিক পরিষেবা পুরোপুরি ব্যাহত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

এই বিক্ষোভে সরকারের ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। দাবি, বহু যোগ্য মহিলা এখনও এই প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উপভোক্তা তালিকায় নাম তোলার জন্য যে সমীক্ষা চালানো হয়েছে, তাতে ব্যাপক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। তাই স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে পুনরায় সমীক্ষা চালিয়ে প্রকৃত উপভোক্তাদের সুবিধা নিশ্চিত

করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

অন্যদিকে, এই ইস্যু নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিজেপি নেতৃত্বও। পৌরপতিসহ সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে পদ্ম শিবিরের অভিযোগ, পৌরসভার প্রশাসনিক উদাসীনতা ও গাফিলতির কারণেই নাগরিক পরিষেবা আজ লাটে উঠেছে। বিক্ষোভকারীরা পৌরপতি দিলীপ সাহার পাশাপাশি তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের দাবি, তৎকালীন পৌরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে সরিয়ে দিলীপ সাহাকে পৌরপতির দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকেই পৌরসভার কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। তবে এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে পৌরপতি দিলীপ সাহা কিংবা তৃণমূল নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

৫৬ দিন পর খুলল মহকুমা হাসপাতালের বিশ্রামাগার

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙ্গা: দীর্ঘ ৫৬ দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে ২ জুলাই ফের চালু হলো মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের রোগীর আত্মীয়দের জন্য নির্ধারিত বিশ্রামাগার। প্রশাসনিক জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে এটি বন্ধ ছিল। ফলে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের পরিবারের সদস্যদের তীব্র গরম, বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে খোলা জায়গায় দীর্ঘ সময় কাটাতে হচ্ছিল। এতে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

এই সমস্যা নিয়ে বারবার সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে। এরপর প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয় এবং অবশেষে পুনরায় খুলে দেওয়া হয় রোগীর আত্মীয়দের এই রাত্রিকালীন আশ্রয়স্থলটি।

বিশ্রামাগারটি চালু হওয়ায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিবারের সদস্যরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের আশা, ভবিষ্যতে আর কোনও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এই ধরনের জনস্বার্থমূলক পরিষেবা বন্ধ থাকবে না। সেই সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর রাখবে বলেও তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ১০ জুলাই- ২৩ জুলাই, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

ই২০-এ রূপান্তর

২০% ইথানল আর ৮০% পেট্রোল মিশিয়ে তৈরি 'ই২০' জ্বালানি ব্যবহারের দিকে ভারত সরকার যে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে, তা দেশের পরিবেশ এবং তেলের আমদানি খরচ কমানোর জন্য সত্যিই একটি বড় পদক্ষেপ। খাতা-কলমে এর সুবিধা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা যদি প্রতি লিটার পেট্রোলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এদেশেই তৈরি ইথানল মিশিয়ে দিতে পারি, তবে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা বাঁচবে। সেই সঙ্গে গাড়ির ধোঁয়া থেকে দূষণও অনেক কম হবে।

কিন্তু সমস্যা হলো, দেশের সব পেট্রোল পাম্পে যেভাবে তড়িঘড়ি করে এই ই২০ পেট্রোল দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, তা শুধু বড় অর্থনৈতিক লাভের দিক থেকে দেখলেই চলবে না। সরকারি পরিকল্পনা আর সাধারণ মানুষের আসল পরিস্থিতির মধ্যে একটা মস্ত বড় ফারাক থেকে যাচ্ছে, যা নিয়ে এখনই ভাবা দরকার।

এখন অনেক বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের বাইক, স্কুটার আর গাড়ির কোয়ালিটি। নতুন যে গাড়িগুলো বাজারে আসছে, সেগুলো ই২০-র উপযোগী করে তৈরি। কিন্তু ভারতের রাস্তায় এখন যে কোটি কোটি পুরনো দু-চাকা বা চার চাকার গাড়ি চলছে, সেগুলো বড়জোর 'ই১০' সহ্য করতে পারে। ইথানলের স্বভাব হলো, এটা বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প বা জল শুষে নেয় এবং এর জেরে ইঞ্জিনের ভেতরে মরচে বা ক্ষয় ধরে। ফলে যেসব গাড়ির ইঞ্জিন এর উপযোগী নয়, সেগুলোর তেলের পাইপ, প্লাস্টিকের পার্টস এবং মূল ইঞ্জিনকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করছে। একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে গাড়ির ইঞ্জিন অকালে নষ্ট হওয়া এবং মাইলেজ কমে যাওয়ার ভয় অনেক বড় আর্থিক বোঝা। কারণ, সাধারণ পেট্রোলের চেয়ে ইথানলে মাইলেজ কিছুটা কম পাওয়া যায়।

তাছাড়া, পরিবেশের দিক থেকেও এই ইথানল তৈরি করাটা বেশ চিন্তার বিষয়। দেশে যেখানে আবহাওয়া বা জলবায়ুর ঠিক নেই, সেখানে কোটি কোটি মানুষের খাবার চাষ না করে, গাড়ির তেলের জন্য প্রচুর জল লাগে এমন আখের চাষে উর্বর জমি আর জল নষ্ট করা কতটা বুদ্ধিমানের কাজ, তা নিয়েও থেকে যাচ্ছে অনেক বড় প্রশ্ন।

তাই ই২০-কে যদি সত্যিই সফল করতে হয়, তবে সরকার ও তেল কোম্পানিগুলোকে সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা আগে ভাবতে হবে। যতদিন না রাস্তা থেকে পুরনো গাড়ি সরছে, ততদিন পেট্রোল পাম্পগুলোতে পুরনো 'ই১০' এবং নতুন 'ই২০' দুই ধরনের পেট্রোলই রাখার ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে মানুষ নিজের পছন্দমতো তেল নিতে পারে। একই সঙ্গে গাড়ি কোম্পানিগুলোর উচিত এমন কিছু পার্টস বা কিট বাজারে আনা, যা লাগালে পুরনো গাড়িগুলোও সুরক্ষিত থাকবে। পরিবেশ বাঁচানো অবশ্যই দরকার, কিন্তু তার মাশুল যেন সাধারণ মানুষের পকেট কেটে না নেওয়া হয়, সেকথা ভাবাও সরকারেরই দায়।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পণ্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

জলবায়ু সংকটের কিছু কুরূপ আর ভবিষ্যৎ...

উত্তর সম্পাদকীয়

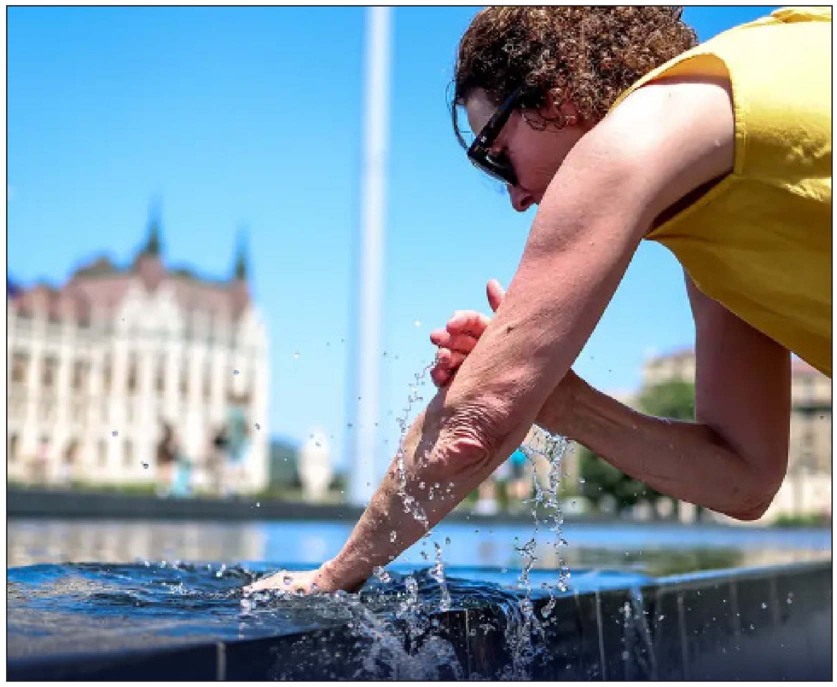

আজ টিভি বা খবরের কাগজে যেই ইউরোপের চেহারা আমরা দেখছি, তা আমাদের চেনা সেই সুন্দর, ঠান্ডা আর বরফে ঢাকা ইউরোপের সঙ্গে হয়তো কেউই মেলাতে পারবে না। কখনও দেখা যাচ্ছে রাস্তার পিচ গলে যাচ্ছে, বা খেলোয়ারের হাতে থাকা ব্যাডমিন্টন থেকে গলে পড়ছে রবারের কভার। ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে এসে ওখানকার জীবনযাত্রা একেবারে ওষ্ঠাগত। মানুষ, গাছপালা, চাষবাস, অর্থনীতি সব যেন অদৃশ্য উনুনের আগুনে পুড়ছে। ইনস্টাগ্রামের রিলে দেখা যাচ্ছে জানালার ধারে তাওয়া রেখে ডিম ভাজতে। এসব এখন ভাইরাল দৃশ্য। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর দেওয়া তথ্যও বড় ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভাবার বিষয় হলো, যে ইউরোপকে আমরা পরিবেশ সচেতনতার আইকন ভাবি, তারা কেন আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে গরম হয়ে উঠছে? কেন সারা বিশ্বের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে পুড়ছে ওই অঞ্চল?

চলতি বছরের মে মাস থেকেই ইউরোপের আবহাওয়া বিগড়াতে শুরু করে। মে মাসেই লন্ডনের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছে সব পুরনো রেকর্ড ওলটপালট করে দেয়। আর জুনে এসে তো পরিস্থিতি এক চরম মানবিক বিপর্যয় তৈরি করেছে। গত ২১ জুনের পর থেকে মাত্র কয়েক দিনে ইউরোপে ১,৩০০-র বেশি মানুষ শুধু এই অতিরিক্ত গরম আর হিট-স্ট্রোকের কারণে মারা গিয়েছেন। প্রায় ১৫ কোটি মানুষ সরাসরি এই কষ্ট ভোগ করছেন।

তাপমাত্রার পারদ যেভাবে চড়ছে, তা বিশ্বাস করাই দায়। জার্মানির কোশেন শহরে তাপমাত্রা ৪১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গিয়ে ঠেকেছে। ফ্রান্সের ইতিহাসে গত ২৪ জুন ছিল সবচেয়ে গরম দিন। সেখানকার পুয়ো শহরে তাপমাত্রা ছিল ৪৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তীব্র গরমে নদী বা পুকুরে একটু শান্তি খুঁজতে গিয়ে ফ্রান্সে অন্তত ৪০ জন মানুষ ডুবে মারা গিয়েছেন। যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবার টানা তিন দিন ধরে 'রেড অ্যালার্ট' বা চরম বিপৎসংকেত জারি রাখতে হয়েছে। স্পেন, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস বা সুইজারল্যান্ড—কোনও দেশই এই গরম থেকে রেহাই পায়নি। এমনকি সুদূর উত্তর মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলেও তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার হয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, শুধু সাধারণ বিশ্ব উষ্ণায়ন নয়, ইউরোপের এই মারাত্মক গরমের পেছনে তিনটি বিশেষ কারণ রয়েছে। এক, ইউরোপের উত্তর দিকে রয়েছে সুমেরু বা আর্কটিক অঞ্চল, যা সারা পৃথিবীর চেয়ে তিন গুণ দ্রুত গরম হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ওখানকার বরফ গলছে বড় দ্রুত। আগে এই সাদা বরফ আয়নার মতো সূর্যের আলো ও তাপকে মহাকাশে ফিরিয়ে দিত। এখন বরফ গলে কালো জল আর মাটি বেরিয়ে পড়ায়, তারা উল্টে সূর্যের তাপকে শুষে নিচ্ছে। আল্পস পর্বতের মতো যেসব জায়গায় আগে সারাবছর বরফ থাকত, সেগুলো এখন প্রায় ন্যাড়া। ফলে ইউরোপ নিজের বুকেই বেশি তাপ ধরে রাখছে।

এরপর আসে হিট ডোম। আকাশের ওপর দিয়ে যে শক্তিশালী হাওয়া বা 'জেট স্ট্রিম' বয়ে যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তার চেনা ছন্দ হারিয়ে গিয়েছে। এর ফলে উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা গরম হাওয়া ইউরোপের আকাশে একটা ঢাকনার মতো আটকে যাচ্ছে। একেই বলে 'হিট ডোম'। এটা ঠিক ফুটন্ত জলের পাত্রে থালা ঢাকা দিয়ে রাখার মতো। এটা একটা অদ্ভুত বিষয়। আশির দশক থেকে কড়া নিয়মের কারণে ইউরোপে কলকারখানার ধোঁয়া বা বায়ু দূষণ অনেক কমেছে। আগে বাতাসে থাকা ধোঁয়া ও ছোট ছোট কণা ছাতার মতো কাজ করত, যা সূর্যের আলো আটকে পৃথিবীকে কিছুটা ঠান্ডা রাখত। এখন বাতাস পরিষ্কার হওয়ায় সূর্যের আলো সরাসরি এসে ভূপৃষ্ঠকে আরও বেশি তপ্ত করে তুলছে।

এই দাবদাহের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো দুপুরের রোদ তো রয়েইছে, তবে রাতেও কমছে না তাপমাত্রা। চিকিৎসকরা একে বলেন "নীরব ঘাতক" বা সাইলেন্ট কিলার। ইউরোপে এখন 'ট্রপিক্যাল নাইট' বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রাত দেখা যাচ্ছে, যার মানে রাতেও তাপমাত্রা ২০ বা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামছে না।

তবে এই অবস্থায় ভারতের ছবিও কিছু আলাদা নয়। ইউরোপের এই অবস্থা দেখে আমাদের এখন ভারত নিয়েও আলাদা করে ভাবার দরকার রয়েছে। ভারত তো এমনিতেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা দেখেছি দিল্লির মতো বড় শহরে তাপমাত্রা প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভাগে প্রতি বছর হিট-ওয়েভ বা লু-এর দাপট বাড়ছে। গরমের দিনে এসি, পাখার অতিরিক্ত ব্যবহারে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে চাষের জমি আর জলের উৎস। ইউরোপের মতো ভারতের বড় শহরগুলোতেও গাছ কেটে বহুতল আবাসন বানানোর ফলে গরমে মানুষের টেকা দায় হয়ে উঠছে। ইউরোপের এই হাল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা যদি এখনই না শোধরাই, তবে ভারতের পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হবে।

জাতিসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস পরিষ্কার বলেছেন, জলবায়ু বিপর্যয় আজ আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করার উপক্রম করছে। ২০৩১ সালের আগেই হয়তো আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে গরম বছরের মুখোমুখি হব। তাই হাত গুটিয়ে বসে থাকার আর সময় নেই। এই সংকট থেকে বাঁচতে হলে সারা বিশ্বকে, বিশেষ করে ভারত ও ইউরোপের মতো দেশগুলোকে অবিলম্বে কিছু পদক্ষেপ করার উপদেশ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল। প্রথমেই কয়লা, তেল আর গ্যাসের ব্যবহার যত দ্রুত সম্ভব বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সৌরশক্তি ও বায়ুবিদ্যুতের মতো সবুজ শক্তির ব্যবহার বাড়ানোই এখন বাঁচার একমাত্র উপায়।

দরকার শহরে গাছ লাগানো ও জলাশয় বাঁচানো। কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি বন্ধ করে শহরের আনাচে-কানাচে গাছ লাগাতে হবে এবং পুকুর-জলাশয়গুলোকে বাঁচাতে হবে, যাতে শহরের তাপমাত্রা কিছুটা কমে। তবে জনবহুল প্রথম স্তরের শহরে এটি কতটা সম্ভব তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। গরম বা ঝড়ের পূর্বাভাস যাতে একদম সাধারণ ও গরিব মানুষের কাছেও সময়মতো পৌঁছায়, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে। যাতে মানুষ আগে থেকেই নিজের জীবন ও গবাদি পশু বাঁচানোর প্রস্তুতি নিতে পারে।

ইউরোপের এই জ্বলন্ত পরিস্থিতি আসলে আমাদের নিজেদের ভুলেরই মাশুল। প্রকৃতি আমাদের বারবার সাবধান করেছিল, কিন্তু আমরা উন্নয়নের মোহে অন্ধ হয়ে সেসব কথা কানে তুলিনি। ২০২৬ সালের এই মারাত্মক গরম আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর শেষ সুযোগ দিচ্ছে একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে। ইউরোপের এই দাবদাহ আর ক্রান্তীয় অঞ্চলে 'ওয়েট-বাল্ব'-এর মতো ঘটনায় তাপমাত্রার মারাত্মক বৃদ্ধি আসলে প্রকৃতির এক চূড়ান্ত ও শেষ সতর্কবার্তা। এখন পৃথিবীতে ভ্যাপসা ও দমবন্ধ করা গরমের দিন বেড়ে গিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শুধু যে রোদ বা গরম বাড়ছে তা নয়, বাতাসে জলীয় বাষ্প বা আর্দ্রতাও মারাত্মকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এই আর্দ্রতার কারণে গরমে আমাদের শরীরের ঘাম শুকায় না, ফলে শরীর নিজেকে ঠান্ডা করতে পারে না। এটাই মানুষের জন্য একটা প্রাণঘাতী ফাঁদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একদিকে ইউরোপের অতিরিক্ত গরম, অন্যদিকে ভারত, শ্রীলঙ্কা বা মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোর এই শ্বাসরোধকারী ভ্যাপসা গরম, সব মিলিয়ে আমাদের চেনা পৃথিবীটা দিন দিন একটা জ্বলন্ত চুল্লি হয়ে উঠছে। এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে হলে আমাদের উন্নয়নের অহংকার বাদ দিয়ে দুনিয়ার সব দেশকে এখনই একজোট হতে হবে। কয়লা-তেল-গ্যাসের অতিরিক্ত ব্যবহার বন্ধ করা এবং বেশি করে গাছপালা লাগিয়ে পরিবেশ বাঁচানোর কাজে আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। কারণ প্রকৃতি আমাদের আর কোনও ছাড় দেবে না, আর এখনই যদি আমরা নিজেদের না শুধরাই, তবে এই 'নীরব ঘাতক' আমাদের পুরো মানবসভ্যতাকেই ধ্বংস করে দেবে, সেই দিন আসতে খুব একটা দেরি নেই।

তথ্য ইন্টারনেট, লেখায় শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

সাম্যের দড়ি, ঐক্যের রথ...

সুপর্ণা বিশ্বাস

বছরের সব দিন একরকম নয়। কিছু দিন আসে, যা কেবল ক্যালেন্ডারের পাতায় নয়, মানুষের মনের ভাঁজেও চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। রথযাত্রা তেমনই একটি দিন। বর্ষার মেঘে ঢাকা আকাশ, ভেজা মাটির গন্ধ, দূরে শঙ্খধ্বনি, আর মানুষের ঢল—সব মিলিয়ে সময় যেন এক অনন্ত স্মৃতির দিকে ফিরে তাকায়।

বর্ষার আকাশে যখন সাদা-কালো মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ায়, তখনই যেন দূর থেকে শোনা যায় রথের আগমনী সুর। উৎসবের এই দিনটি শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের নয়, মানুষের হৃদয়েরও এক বিশেষ দিন। রথ আমাদের শেখায়, জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য একসঙ্গে চলার মধ্যে। একটি রথ এগিয়ে যেতে যেমন অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন হয়, তেমনি একটি সুন্দর সমাজ গড়তেও প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। রথের দড়ি ধরে সবাই যখন একই লক্ষ্যে এগিয়ে যায়, তখন সেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকে না—থাকে শুধু ঐক্যের বন্ধন।

রথের দিকে তাকালে মনে হয়, সে যেন শুধু কাঠের গড়ন নয়; যুগের পর যুগ ধরে মানুষের বিশ্বাস, অপেক্ষা আর ভালোবাসা তার গায়ে জমাট বেঁধে আছে। রথের চাকা যখন ঘুরতে শুরু করে, তখন আসলে ঘুরে ওঠে আমাদের সাংস্কৃতিক স্মৃতি। সেই ঘূর্ণনের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে পূর্বপুরুষের পদচিহ্ন, লোকজ ঐতিহ্যের সুর এবং মানুষের অবিনশ্বর আস্থার গল্প। এই উৎসবের সবচেয়ে বড় বিস্ময় হল—এখানে মানুষ নিজেকে ভুলে যায়। কেউ নিজের পরিচয় নিয়ে আসে না; আসে শুধু দুটি হাত নিয়ে। সেই হাত রথের দড়ি স্পর্শ করে আর অদৃশ্য এক বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে

অগণিত অপরিচিত মানুষের সঙ্গে। মনে হয়, জীবনের সমস্ত বিভাজনের ওপরে কোথাও একটি অদেখা সেতু আছে, যার নাম সম্প্রীতি।

সময়ের স্রোতে অনেক কিছু বদলে যায়। নগরের রূপ বদলায়, মানুষের অভ্যাস বদলায়, সম্পর্কের সংজ্ঞাও পাল্টায়। কিন্তু রথের চাকা আজও একইভাবে সামনে এগিয়ে চলে। যেন সে নীরবে বলে—স্থিরতা নয়, চলাই জীবনের ধর্ম। পথে ধুলো থাকবে, কাদা থাকবে, ক্লান্তি থাকবে; তবু থেমে গেলে যাত্রার অর্থ হারিয়ে যায়।

আমার কাছে রথ কোনো অলৌকিক ঘটনার প্রতীক নয়; বরং মানুষের অন্তর্লোকের এক গভীর আহ্বান। এটি মনে করিয়ে দেয়, বিশ্বাস তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা মানুষকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসে। যে উৎসব মানুষকে একত্র করে, হৃদয়ে নম্রতা জাগায় এবং অতীতকে ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করে, তার আবেদন কখনও পুরোনো হয় না।

হয়তো তাই প্রতি বছর রথের চাকা ঘোরে, আর আমরা নতুন করে উপলব্ধি করি—পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ যাত্রা কোনো রথের নয়; মানুষের হৃদয় থেকে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যাওয়ার পথই সবচেয়ে দীর্ঘ, সবচেয়ে কঠিন, আবার সবচেয়ে সুন্দর। বিস্ময়ের বিষয়, রথ কখনও কাউকে ডেকে আনে না। তবু মানুষ আসে। কেউ ভক্তির টানে, কেউ ঐতিহ্যের টানে, কেউ কেবল শৈশবের একটি বিকেলকে আবার ছুঁয়ে দেখার আকাঙ্ক্ষায়। সেই ভিড়ের মধ্যে ধর্মের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে মানুষের উপস্থিতি। একে অপরের কাঁধে হাত রেখে, একই দড়িতে হাত রেখে মানুষ যেন ঘোষণা করে—একসঙ্গে চলার মধ্যেই জীবনের সৌন্দর্য।

রথের চাকা ঘুরতে ঘুরতে আমাদেরও প্রশ্ন করে—আমরা কি সত্যিই এগোচ্ছি? শুধু রাস্তা পেরোলেই কি যাত্রা সম্পূর্ণ হয়? নাকি মানুষের ভেতরের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়াই প্রকৃত যাত্রা? এই প্রশ্নের উত্তর কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই; উত্তর লুকিয়ে আছে মানুষের আচরণে, সহমর্মিতায়, ক্ষমা করার ক্ষমতায়। উৎসবের দিন শেষ হয়। মেলা ভেঙে যায়। রঙিন পতাকাগুলো একদিন খুলে নেওয়া হয়। কিন্তু রথের পথ মুছে যায় না। সেই পথ থেকে যায় মানুষের মনে—যেন মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি যাত্রার শেষে আবার নতুন একটি যাত্রা অপেক্ষা করে। হয়তো এ কারণেই রথ প্রতি বছর ফিরে আসে। সে শুধু দেবতার আগমনের কথা বলে না; সে মানুষের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা সৌন্দর্য, সংহতি এবং আশার পুনর্জন্মের কথাও বলে। আর যতদিন মানুষের হৃদয়ে একসঙ্গে পথ চলার আকাঙ্ক্ষা থাকবে, ততদিন রথের চাকা থামবে না; সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে ঘুরতেই থাকবে।

কমোলিকা

গল্প

শ্রীজি ঘোষ

-অন্তহীন এই বিভ্রান্ত পথ চলার সঙ্গী হবে কে? সুখ-দুঃখগুলো ভাগ করবো কার সাথে দিনশেষে!

-অনন্ত! এই অনন্ত! কোথায় হারিয়ে যাস বল তো!

-হুমম!

একটা ছোট্ট হাসি দিল শুধু অনন্ত।

-তোরা থাক, আমি উঠলাম!

-কোথায় যাচ্ছিস?

-বাড়ি!

বলে ক্যাফের বাইরে বেরিয়ে এলো অনন্ত। বাড়ির পথে হাঁটছে আর ভাবছে কি করছে জীবন নিয়ে! এইসব অর্থহীন কথার ভীড়...সে তো চায়নি এই ক্লান্তি! শেষ চাকরিটা ছাড়ার পর নিজেকে খুঁজতে চাইছে বারংবার। কিন্তু জীবনের কিছু পিছুটান থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসাটা এতো সহজ তো নয়! কবিমনা এই গভীর অনুভূতির জগৎ থেকে বাস্তব জগতের লড়াইটা বড্ড অস্বাভাবিক!

...

-কি হয়েছে? বলো!

-তুমি তো জানো সবটাই!

-হুমম!

-এসো, কোলে মাথা রাখো, হাত বুলিয়ে দিচ্ছি! শান্ত হও!

...

রাতের অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি। ঘরে হালকা একটা নাইট বাল্ব। বিছানায় শুয়ে দুচোখ বন্ধ!

...

-নিজেকে নিয়ে এতো ভাবছো কেন? বাইরের মিথ্যে দুনিয়ার ছলচাতুরিতে নিজেকে এভাবে হারিয়ে ফেললে চলবে বলো তো! তুমি না মহাদেবের ভক্ত! পাহাড় কি তার জায়গা থেকে কোনোদিন সরে যায়? নাকি সমুদ্রের বুকে উত্তাল ঢেউ তার অস্তিত্ব মুছে দিতে পারে?

-কমোলিকা! আমি তো বেশি কিছু চাইনি জীবন থেকে! সুস্থ সাদামাটা একটা জীবন চেয়েছিলাম আর.....

-আর! আমি জানি! যে যুগে তুমি আছো, তোমার মন সেই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চেয়ে হোঁচট খাচ্ছে কেন বলো তো! কারণ সহজ-সরল মন আর জীবন কোনটাই এখন তোমার চেনা পরিবেশে নেই! কিন্তু তাই বলে কি তোমার জীবন থেমে থাকবে? কেন? কিসের জন্য, কার জন্য থেমে থাকবে! একবার নিজের দিকটা দ্যাখো! তোমার ঈশ্বর তোমায় যেভাবে বানিয়েছে, যা দিয়েছে সেটা বিরল! তুমি আলাদা বাকিদের থেকে! তাই বাইরের পাঁচজনের বিশৃঙ্খল জীবনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলো না।

লক্ষ্মীটি আমার কথা শোনো! নিজেকে চেনো, বোঝো; কিছু বোঝাতে যেও না জোর করে! যে পথ আজ কুয়াশাবৃত, সেই পথ নিজে থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে; তুমি ভয়হীনভাবে এগিয়ে যাও ধীর পায়ে! আমি আছি তোমার পাশে সবসময়! যখন যেখানে, যেভাবে ডাকবে আমাকে তোমার পাশেই পাবে; কিন্তু তোমার মন যদি শান্ত না হয় আমি কি করে আসবো বলো! আদর করে দিচ্ছি, ঘুমিয়ে পড়ো, আমি আছি!

...

-স্যার! ওনারা এসে গেছেন!

-আরেহ্! অনন্ত কি করেছো এসব? এতো আয়োজনের কি খুব দরকার ছিল!

-আপনারা আমার হোটেলে প্রথমবার এসেছেন। আমি ভুলে যাইনি সেই দিনগুলো যেদিন আপনাদের হোটেলে ম্যানেজারের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম! কত ভালোবেসে সেদিন আমার সব কথা আমার পরিস্থিতি সবটা বুঝে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন; "একদিন তোমার কাছেই সবাই ছুটে আসতে বাধ্য হবে অনন্ত। সে পরিবার হোক, বন্ধু হোক আর হোক সে জীবনসঙ্গী! অনেক বড়ো হবে তুমি জীবনে!"

আজ এই পাঁচটা বছর পর আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, তা আপনার জন্যই আপনার শিক্ষা থেকেই!

-অনন্ত তোমার কাকিমা আজ একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তোমার কাছে!

-হ্যাঁ বলুন না! কি করতে পারি আপনাদের জন্য!

-বাবা অনন্ত! তোমার কাকুর মুখে তোমার অতীত জীবনের সমস্তটাই তো শুনেছি...তারপর তোমার ভালোবাসা, বিয়ে এসব থেকে মন উঠে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল! কিন্তু বাবা সারাটা জীবন একা কাটানো বড্ড কঠিন! তোমার কাকু আর আমি দুজনেই চাই তুমি আবার তোমার জীবনটাকে নতুন রঙে সাজাও!

-জানো অতসী! সেদিন কমোলিকার কথা শুনে নিজের কথা ভাবতে সত্যিই ব্যাকুল হয়েছিলাম আর তার জন্যই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া আর কপাল জোরে তোমার বাবার মতো একজন মানুষের সংস্পর্শে আসা।

-কমোলিকা?

-হাহাহা! তোমার সতীন!

-মানে?

-মানে যখন কেউ ছিল না, একাকীত্বের অন্ধকারে আমি নিজের মনেই একটা নাম, একটা অনুভূতি ব্যক্তিগত কল্পনা থেকে তৈরি করে নিয়েছিলাম! সে আমায় বুঝতো, বোঝাতো আশার আলোর পথে চলায় উদ্বুদ্ধ করতো! সেদিন তোমার মা যখন আমায় তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল, আমি না করতে পারিনি তাদের কম ঋণ তো আমার ওপর নেই! তখনও ভেবেছিলাম মনের মতো তো কেউ হয়না, তবুও মেনে মানিয়ে নিয়েই না হয় চলবো!

আর আজ তোমায় দেখি আর ভাবি, স্বপ্ন কীভাবে সত্যি হয়! তুমি আমার কল্পনা থেকে বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়া সেই চরিত্র - 'কমোলিকা'!

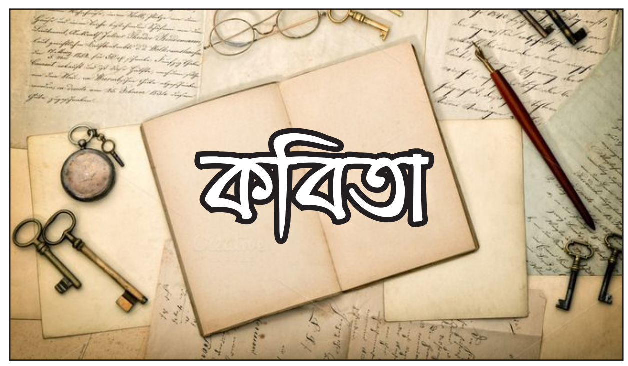

পাতা ওড়ে।
একটা-দুটো শুকনো পাতার শব্দ কানে এসে লাগে
সতেজ গাছের নিচে,
বৃষ্টি-ভেজা মাটির বিছানাতে পুরোনো সম্পর্কের খসখস শব্দ।
একটা শুকনো প্রখর দুপুর বুকে নিয়ে ঘুরি।
চেতনার মাঝে স্মৃতিফুল ঝরে ঝরে পড়ে।
তোমাকে চাই না আর, হাহাকার; তোমাকেও চাই না, বকুল-নয়নী।
এই খরা-ক্লান্ত হৃদ্‌জমি আর চাষযোগ্য নয়, জানি...

তবু কত কথা উড়ে যায়, পুড়ে যায়, ছাইভস্ম গায়ে মেখে ঘুরি।
সাধন পাইনি আমি, সান্নিধ্যও না।
তোমাকেও চাই না আর, নিশীথ যামিনী...

একটা ক্লান্ত তপ্ত মরু বুকে নিয়ে ঘুরি।
তৃষ্ণা আর বিতৃষ্ণার মাঝে, একটা মৃত স্মৃতিগাছের ডালে
মাদুলি আর লাল শালু ঝোলে।
আমাকে মেরে ফেলার আগে জলের আয়োজন রেখো, প্রিয়জন।

লাঠি হাতে চিতাবাঘের সঙ্গে একার লড়াই ষাটোর্ধ্ব দেবিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই করলেন ষাটোর্ধ্ব দেবিকা শেরপা। তবে শুধু লড়াই নয়, এ লড়াইয়ে জিতে পাঁচ বছরের নাতনি ও পোষ্য কুকুরের প্রাণও বাঁচিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি দার্জিলিঙের লোয়ার ভুটিয়া বস্তির দেবকোটা গ্রামের এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দেবিকা। বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন দেবিকা।

জানান, আচমকাই একটি চিতাবাঘ তাঁদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং তাঁর নাতনি ও পোষ্য সারমেয়কে আক্রমণ করে। দোতলার ঘরে থাকা দেবিকা বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত নিচে নেমে আসেন। তখনই চিতাবাঘটি তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি বুঝে পিছিয়ে না গিয়ে ঘরে থাকা একটি লাঠি তুলে নেন দেবিকা। তাঁর দাবি, চিতাবাঘটি বারবার আক্রমণের চেষ্টা করলেও তিনি লাঠি দিয়ে প্রতিরোধ করতে থাকেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর এই লড়াই। একসময় লাঠির আঘাতে চিতাবাঘটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেবিকা নিজের ও পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করতে সক্ষম হন। এই ঘটনায় দেবিকার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে গভীর আঘাত লাগে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি এলাকার চিতাবাঘের উপদ্রব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এর আগেও লোকালয়ে চিতাবাঘের আনাগোনা এবং তাঁর বাড়ির এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। ছাগলের খামারেও চিতাবাঘের হামলায় ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তিনি।

দেবিকার অভিযোগ, একাধিকবার বন দপ্তরকে জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

ঘটনার খবর পেয়ে বন দপ্তরের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে এবং প্রাথমিক তদন্তের পর বনকর্মীরা জানিয়েছেন, চিতাবাঘটি এলাকার একটি নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে রয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বন দপ্তর।

আপেলের মতো দেখতে আম!

মালদায় 'অ্যাপল ম্যাঙ্গো' চাষ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: আমের জেলা মালদায় এবার এক অভিনব প্রজাতির আম চাষে সাফল্য পেল কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। এক ঝলক দেখলে মনে হবে লাল টসটসে আপেল, কিন্তু আসলে এটি দক্ষিণ ভারতের বিশেষ প্রজাতির আম 'অ্যাপল ম্যাঙ্গো', যার আরেক নাম 'রুমানি'। মূলত অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর এই আম এবার মালদার মাটিতেও দারুণ ফলন দিয়েছে।

কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানীর কথায়, অনন্য স্বাদের জন্য দক্ষিণ ভারতে একে 'আইসক্রিম ম্যাঙ্গো'-ও বলা হয়। একেকটি আমের ওজন প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম। মালদার মাটি ও আবহাওয়া এই আম চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী এবং এর চাষ পদ্ধতিও বেশ সহজ।

বিজ্ঞানীদের মতে, নতুন স্বাদের

এই আম বাজারে যেমন দ্রুত জনপ্রিয় হতে পারে, তেমনই এটি চাষ করে জেলার আমচাষিরাও বাড়তি লাভের মুখ দেখতে পারেন। স্থানীয় চাষিদের মধ্যেও এই নতুন আম নিয়ে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়েছে। আগ্রহী চাষিদের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

স্কুলের ভিতরে সিঁদুরদান

নিজস্ব প্রতিবেদন

গঙ্গারামপুর: স্কুলের শ্রেণিকক্ষের ভিতরে সিঁদুর পরানোর একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকের নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে। ঘটনাটি ঘিরে অভিভাবক ও স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিয়োয় দেখা যায়, স্কুলের পোশাক পরা এক ছাত্র ও এক ছাত্রীকে। ছাত্রটির কাঁধে ছিল স্কুলব্যাগ। ভিডিয়োয় দেখা যায়, ছাত্রটি ছাত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর পরানোর মতো একটি ঘটনা ঘটেছে। যদিও ভিডিয়োটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।

অভিযোগ, ঘটনাটি স্কুলেরই একটি ফাঁকা শ্রেণিকক্ষে ঘটেছে। ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর স্কুলে অভিভাবক ও স্থানীয়দের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিক তদন্তের পর ভিডিয়োর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াদের চিহ্নিত করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এক ছাত্রীকে এক মাসের জন্য এবং তিন ছাত্রকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে স্কুলে আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পড়ুয়াদের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং শিক্ষার পরিবেশ সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

পিছোল রয়্যাল বেঙ্গল আনার সময়

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: বক্সা টাইগার রিজার্ভে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ফেরানোর প্রক্রিয়া আরও কিছুটা পিছিয়ে গেল। তবে এই দেরিই এখন বক্সার জন্য ভালো হতে পারে বলে মনে করছেন বনকর্তাদের একাংশ। আগে একটি বাঘিনী ছাড়ার পরিকল্পনা থাকলেও এবার একসঙ্গে একাধিক বাঘ-বাঘিনী ছাড়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বর্ষার সমস্যা এবং জয়ন্তী গ্রামের স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় ২৯ জুলাই বাঘিনী ছাড়ার পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়েছে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২ অক্টোবর বক্সার জঙ্গলে বাঘ ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির সঙ্গেও আলোচনা চলছে।

বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ জানিয়েছেন, বাঘিনী ছাড়ার বিষয়টি চূড়ান্ত। তবে একসঙ্গে বাঘ ও বাঘিনী ছাড়া হবে কি না, তা প্রযুক্তিগত দিক খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বন দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, শুধু একটি বাঘ ছাড়ার পরিবর্তে একসঙ্গে বাঘ ও বাঘিনী ছাড়লে বক্সায় স্থায়ীভাবে বাঘের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা বেশি। অতীতে অন্য ব্যাঘ্র প্রকল্পে সঙ্গীর অভাবে বাঘের সমস্যা দেখা গিয়েছে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

বক্সার জঙ্গলে এর আগেও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে। বনকর্তাদের মতে, সেখানে যদি বাঘের জন্য উপযুক্ত সঙ্গী থাকত, তবে পরিযায়ী বাঘও এই জঙ্গলের স্থায়ী বাসিন্দা হতে পারত। বাঘ আনার ক্ষেত্রে বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভকে প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিকল্প হিসেবে অসমের মানস টাইগার রিজার্ভের কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে একাধিক বাঘ-বাঘিনী আনা হলে একটি নির্দিষ্ট ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকেই আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্নপূর্ণার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে গৌড়বঙ্গ জুড়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে ৭ জুলাই, মঙ্গলবার গৌড়বঙ্গের একাধিক বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা। কোথাও জাতীয় সড়ক অবরোধ, কোথাও প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব হন তাঁরা।

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর, বংশীহারী ও তপন বিডিও অফিসে বিক্ষোভ হয়। গঙ্গারামপুরে বিডিওর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় বিক্ষোভকারীরা ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে।

এছাড়া উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ ও মালদার গাজোল, চাঁচল-১ ব্লকেও একই দাবিতে বিক্ষোভ হয়। গাজোলে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বহু আবেদনকারীর অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে গিয়েছে। যাঁদের টাকা আসেনি, তাঁদের আবেদনপত্র যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পেট্রোলে ভেজাল, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন

হরিশ্চন্দ্রপুর: সংবাদমাধ্যমে ভেজাল পেট্রোল তৈরির অভিযোগের খবর প্রকাশ্যে আসতেই দ্রুত তৎপর হল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। অভিযান চালিয়ে ঘটনার মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই খোপাকাঠি এলাকা থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ৮জুলাই বুধবার ধৃতকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়।

পুলিশের দাবি, অভিযুক্তের কাছ থেকে আটটি ড্রাম ভর্তি কেরোসিন উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এই কেরোসিন ভেজাল পেট্রোল তৈরির কাজে ব্যবহার করা হত। তদন্তকারীদের বক্তব্য, কেরোসিন, সাদা তেল এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ভেজাল জ্বালানি তৈরি করে তা বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছিল। এই অবৈধ কারবারের কিছু ছবি ক্যামেরায় ধরা পড়ে এবং তা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। খবরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে দ্রুত অভিযান চালানো হয়। তার জেরেই ১২ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পুনর্বহালের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: দীর্ঘদিন কাজ করার পর হঠাৎ চাকরি থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে পুনর্বহালের দাবিতে মালদা জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন কৃষি দপ্তরের মাটি পরীক্ষাগারের কর্মীরা। ৮ জুলাই সকালে তাঁরা মালদা জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। অভিযোগ, মালদা, কলকাতা, বাঁকুড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মাটি পরীক্ষাগারে কর্মরত মোট ১২২ জন কর্মীকে কোনও নোটিস ছাড়াই কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। জেলায় ১০ জন কর্মরত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন ২০১৫ সাল থেকে এবং বাকি সাতজন ২০২৫ সাল থেকে কর্মরত। দীর্ঘ ১০–১১ বছর ধরে কাজ করার পর চাকরি হারিয়ে তাঁরা চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন। বয়স বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে চাকরি পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে স্কুলে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুলবাড়ি: ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগে মাথাভাঙা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি পঞ্চায়েতের একটি স্কুলে উত্তেজনা ছড়াল। অভিযুক্ত পার্শ্বশিক্ষকের শাস্তির দাবিতে ৭ জুলাই, মঙ্গলবার স্কুলে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষকের খোঁজে তাঁর বাড়িতে গেলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এদিন তিনি স্কুলেও উপস্থিত ছিলেন না।

অভিভাবকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতেন। এক ছাত্রীর অভিযোগের পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, ঘটনার বিষয়ে আগে কিছু জানা ছিল না। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

জালালপুর রথমেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কালিয়াচক: প্রায় ৬৩০ বছরের ঐতিহ্যবাহী জালালপুরের রথমেলা ঘিরে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। এবার ৯ দিনব্যাপী মেলার অনুমতি পেয়েছে আয়োজক কমিটি। ইতিমধ্যেই রথ পরিষ্কার, দুধ দিয়ে স্নান ও রং করার কাজ শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি মেলার প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন কালিয়াচক থানার আইসি লিটন রক্ষিত ও মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং। শান্তিপূর্ণভাবে মেলা সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান পুলিশ সুপার। গোটা মেলা চত্বর সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে রাখা হবে।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এবার ফের বসছে এই ঐতিহ্যবাহী মেলা। অতীতে এই মেলাকে ঘিরে সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যেত। বিভিন্ন জটিলতার কারণে ২০১৬ সালের পর থেকে মেলা বন্ধ ছিল। এবার প্রশাসনের অনুমতি পাওয়ায় নতুন উদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করেছে মেলা কমিটি।

আন্তর্জাতিক সফরের লক্ষ্যে ভারতের জুনিয়র পুরুষ ও মহিলা হকি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন

বেঙ্গালুরু: জুনিয়র এশিয়া কাপ সহ আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টগুলোর প্রস্তুতি হিসেবে ইউরোপ সফরে রওনা দিল ভারতের জুনিয়র পুরুষ ও মহিলা হকি দল। বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পৃথকভাবে দুই দলই তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।

নতুন প্রধান কোচ টিম হোয়াইটের অধীনে ২৪ সদস্যের ভারতীয় জুনিয়র মহিলা হকি দল ৩ জুলাই রাতে যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। ৫ থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত চলা এই এক্সপোজার সফরে ভারতীয় দল স্কটল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডে মোট সাতটি ম্যাচ খেলবে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কটল্যান্ড সিনিয়র মহিলা দলের বিরুদ্ধে দুটি ম্যাচ দিয়ে ভারতের এই সফর শুরু হয়েছে। এরপর লিলি শ্যাল ন্যাশনাল স্পোর্টস সেন্টারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের জুনিয়র দলগুলোর মুখোমুখি হবে ভারতের মেয়েরা।

অন্যদিকে, নতুন কোচ ফ্রেডেরিক সোয়েজের প্রশিক্ষণে ২৪ সদস্যের ভারতীয় জুনিয়র পুরুষ হকি দল শনিবার তথা ৪ জুলাই রাতে বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। ৭ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত এই সফরে ভারত মোট ছয়টি ম্যাচ খেলবে। প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডস। সূচি অনুযায়ী, ভারত অস্ট্রিয়া ও বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে দুটি করে এবং জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে একটি করে ম্যাচ খেলবে। এর মধ্যে পাঁচটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়াভরের 'বেলফিয়াস হকি অ্যারেনা'য় এবং নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটি খেলা হবে অ্যান্টওয়ার্পের 'হকি সেন্টার অব এক্সেলেন্স'-এ।

ক্যারাটে বেল্ট পরীক্ষায় ১৫০ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার এমজেএন ক্লাব ক্যারাটে অ্যাকাডেমির সদস্যদের বার্ষিক বেল্ট পরীক্ষা অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ৫ জুলাই, রবিবার এমজেএন ক্লাব প্রাঙ্গণে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এবারের আসরে পরীক্ষকের মূল দায়িত্বে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট ক্যারাটে ব্যক্তিত্ব সুমন্ত দাস।

অ্যাকাডেমির মুখ্য কোচ রাকেশ সরকার জানিয়েছেন, এবারের বেল্ট পরীক্ষায় ক্যারাটেকাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ১৫০ জন প্রতিযোগী এই পরীক্ষায় অংশ নেন, যার মধ্যে ৮০ জনই ছিলেন মেয়ে। ক্যারাটেকাদের পারফরম্যান্স ও যোগ্যতা বিচার করে আগামীতে তাদের হাতে ক্যারাটের নির্দিষ্ট বেল্ট ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে।

জেলা মহিলা কাবাডি

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে এবং সুব্রত সংঘ ও লায়ন্স ক্লাব নেত্রের সহযোগিতায় আয়োজিত ৪৯তম জেলা মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাদার্স কাবাডি কোচিং সেন্টার। ৫ জুলাই, রবিবার সুব্রত সংঘ মাঠে আয়োজিত হাইভোল্টেজ ফাইনালে তারা স্বাগতিক সুব্রত সংঘকে পরাজিত করে।

ম্যাচের মাঝপথে সুব্রত সংঘের তারকা তথা প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় ছবি বসু চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লে ঘরের দল কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এর আগে সেমিফাইনালে ব্রাদার্স কাবাডি কোচিং সেন্টার হারায় শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠকে এবং সুব্রত সংঘ জয়ী হয় শ্রীগুরু কাবাডি কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে নরসিংহ বিদ্যাপীঠ।

ছোটদের মেমোরিয়াল দাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: পানু দত্ত মজুমদারের জন্মদিবস স্মরণে তাঁর নামাঙ্কিত 'সব পেয়েছির আসর'-এর আয়োজনে ৫ জুলাই, রবিবার ছোটদের দাবা প্রতিযোগিতা হয়। বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে বাজিমাত করে প্রথম স্থান ছিনিয়ে নিয়েছে অমিয়াংশু ভাওয়াল। এই বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে দেবাংশু পাল ও সৌম্যজিৎ কর্মকার। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের বিভাগে সেরার শিরোপা উঠেছে সুমেধা রায়ের মাথায়; দ্বিতীয় দেবস্মিতা তালুকদার এবং তৃতীয় আরাধ্যা পাল।

খুদেদের অনূর্ধ্ব-৮ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রজ্ঞান মিত্র। রানার্স-আপ শঙ্খনীল মণ্ডল এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে দ্বিপ্রজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। অনূর্ধ্ব-৮ মেয়েদের ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মোনা পাল। এই বিভাগে সানভী দাস দ্বিতীয় ও যাদবী আগরওয়াল তৃতীয় হয়েছে। দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সচিব সোমা দত্তের উপস্থিতিতে পুরো প্রতিযোগিতাটি সফলভাবে পরিচালনা করেন প্রসেনজিৎ সরকার।

ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন অসমের অঙ্কিতা কোঁয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন

অসম: অসমের দূরপাল্লার অ্যাথলিট অঙ্কিতা কোঁয়র প্রথম অসমীয়া নারী এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে সফলভাবে ইংলিশ চ্যানেল রিলে সাঁতার শেষ করেছেন। অঙ্কিতা সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক রিলে দলের অংশ হন, যারা ডোভার থেকে ক্যালে পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল পার হতে ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট সময় নিয়েছে। এই রিলে সাঁতারটি লন্ডন সময় রাত ১:৩০ মিনিটে শুরু হয়ে দুপুর ২:৩৫ মিনিটে শেষ হয়। কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ দলের সমস্ত সদস্যকে পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। বরফশীতল জল, তীব্র স্রোত, অপ্রত্যাশিত জোয়ার-ভাটা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার কারণে ইংলিশ চ্যানেলকে বিশ্বের অন্যতম কঠিন উন্মুক্ত জলাশয়ের সাঁতারের পথ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উত্তর-পূর্ব

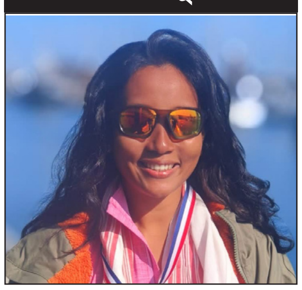

অঙ্কিতার এই সাফল্যকে যা আরও বেশি অনুপ্রেরণাদায়ক করে তোলে তা হলো, তিনি মাত্র তিন বছর আগে সাঁতার কাটা শিখেছেন। তারপর থেকে বার্সেলোনায় ফুল আয়রনম্যান সম্পন্ন করে, দুবাইতে টি-১০০ ট্রায়াথলনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং এখন নিজের ঝুলিতে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের গৌরব যোগ করে তিনি নিজেকে ভারতের অন্যতম প্রধান দূরপাল্লার অ্যাথলেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পর অঙ্কিতা বলেন, এই চ্যানেল পার হওয়া ছিল স্থিতিস্থাপকতা, দলীয় প্রচেষ্টা এবং আত্মবিশ্বাসের এক কঠিন পরীক্ষা। বিশ্বমঞ্চে অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি ভারতীয় পতাকা বহন করা অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আমার মতো একজন, যে একসময় সাঁতারুই ছিল না, সে যদি আজ এই অর্জন করতে পারে, তবে আমি বলব ধারাবাহিকতা, সংকল্প এবং সাহসের মাধ্যমে যেকোনও কিছুই সম্ভব।"

অঙ্কিতা আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর এই যাত্রা আরও অনেক মহিলা ও তরুণ ক্রীড়াবিদকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং নিজেদের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি আরও জানান যে, তাঁর পরবর্তী চ্যালেঞ্জের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

ট্রফি ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৮ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ৬ জুলাই, সোমবার মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা কোচবিহার শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে ২৮ রানে পরাজিত করে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিবেকানন্দ ক্লাব নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৯ রান তোলে। দলের পক্ষে শান্তনু দাস ৬৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৯.২ ওভারে মাত্র ১১১ রানেই গুটিয়ে যায় শিবশংকর ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ইনিংস। বিবেকানন্দ ক্লাবের সায়ন সাহা ১৮ রান দিয়ে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে সেরা বোলার হন। প্রতিযোগিতার সেরা ও সেরা ব্যাটারের পুরস্কার পেয়েছেন আলিপুরদুয়ার প্লেয়ার্স একাদশের রাজ সাজের।

মাথাভাঙায় হকি প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙা: গ্রামীণ স্তরে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ ও পড়ুয়াদের খেলাধুলোয় উৎসাহিত করতে এক অনন্য উদ্যোগ নেওয়া হলো মাথাভাঙা-২ ব্লকে। ৮ জুলাই, বুধবার ফুলবাড়ির ক্ষেতি উচ্চবিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো হকি ও নেট বলের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। প্রদীপ জ্বালিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের শুভ সূচনা করেন ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিপেন বিশ্বাস। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পড়ুয়াদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখেই এই খেলার আয়োজন করা হয়েছে।

ক্ষেতি উচ্চবিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ মানিকচন্দ্র বর্মন এই বিষয়ে জানান, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলোর প্রতি দারুণ উৎসাহ দেখা গিয়েছে। প্রশিক্ষণ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হকি খেলার জন্য ছাত্র ও ছাত্রীদের নিয়ে মোট ৫টি দল গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে, নেট বলের জন্য ছাত্রীদের নিয়ে বিশেষভাবে ২টি দল তৈরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বিদ্যালয়ের মোট ৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিচ্ছে।

১১ বছর পর 'অলিম্পিয়ান' মেয়েকে ফিরে পেল পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: দীর্ঘ ১১ বছর পর হারিয়ে যাওয়া মূক ও বধির কন্যাসন্তানকে ফিরে পেল তুফানগঞ্জের এক দরিদ্র দম্পতি। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের দক্ষিণ বালাকুঠির বাসিন্দা মায়া বর্মন ২০১৫ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হাওড়ার বাগনানের একটি সরকারি হোমে পাঠায়।

সেখানে থাকাকালীন মায়া ফুটবলে দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক স্পেশাল অলিম্পিকে অংশ নেন। শুধু ফুটবলই নয়, অঙ্কন ও নাচেও তিনি জেলা ও রাজ্য স্তরে একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। এতদিন কথা বলতে না পারায় তাঁর পরিবারের সন্ধান মেলেনি। সম্প্রতি সরকারি স্তরে নথিপত্র তৈরির সময় আঙুলের ছাপের সূত্রে তাঁর আসল ঠিকানা সামনে আসে এবং বক্সিরহাট পুলিশের সহযোগিতায় মায়াকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়। মেয়ের এই অভাবনীয় সাফল্যে বাবা মনো বর্মন খুশি হলেও বর্তমানে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। অসুস্থ বাবা এবং দিনমজুর মায়ের এই অনটনের সংসারে মায়ার প্রতিভার বিকাশ কীভাবে হবে, তা নিয়েই উদ্বিগ্ন পরিবার ও স্থানীয় শিক্ষকেরা। মায়ার বাবা এবং স্থানীয় শুভানুধ্যায়ীরা তাঁর মেধা যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য সরকার ও সমাজসেবীদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

৮ দলীয় ফুটবল

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙা: ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত ৮ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার (এসএসএ) কোচিং ক্যাম্প।

ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা, মাথাভাঙ্গা শহর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে সম্প্রতি এই প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। ফাইনাল ম্যাচটি আয়োজিত হয় মাথাভাঙ্গা এটিএম মাঠে। শেষ ম্যাচে এসএসএ কোচিং ক্যাম্প ১-০ গোলে মাথাভাঙ্গা পুকুরপাড় ইউনিটকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ম্যাচের একমাত্র এবং জয়সূচক গোলটি করেন এসএসএ কোচিং ক্যাম্পের পাপাই দাস।

ইংল্যান্ডের কাছে বিধ্বস্ত ভারত, সমালোচনার জের

বিশেষ প্রতিবেদন

১০ জুলাই ব্রিস্টলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরে ৫ ম্যাচের সিরিজটি ৩-০ ব্যবধানে হারল শ্রেয়াস আইয়ারের ভারত। প্রথম ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর টানা তিন ম্যাচ জিতে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ পকেটে পুরল স্বাগতিকরা।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৮ রান তোলে। অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার একাই লড়াই করে ৪৯ বলে ৮০ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও বাকি ব্যাটাররা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। ইংল্যান্ডের জোফ্রা আর্চার ও জোশ টাং ২টি করে উইকেট নেন।

১৫৯ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারতীয় বোলিংকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দেয় ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা। ফিল সল্টের ৫৯ এবং হ্যারি ব্রুকের মাত্র

৩৫ বলে বিধ্বংসী অপরাজিত ৭৯ রানের ওপর ভর করে মাত্র ১৩.৫ ওভারেই ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। দুর্দান্ত ইনিংসের জন্য ব্রুক 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' হন। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ হাতছাড়া হওয়ায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে টিম ইন্ডিয়া।

হেয়ারইন্ডিয়া লঞ্চ করল ‘P7 প্রো সিরিজ’

শিলিগুড়ি/দুর্গাপুর: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড হেয়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডিয়া হোম এন্টারটেইনমেন্টের দুনিয়ায় এক নতুন অধ্যায় তৈরি করে বাজারে লঞ্চ করল তাদের সর্বাধুনিক HQLED P7 প্রো সিরিজ। সিনেমাটিক অডিও, এআই চালিত চমৎকার পিকচার কোয়ালিটি এবং উন্নত প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এই নতুন স্মার্ট টিভি সিরিজটি তৈরি করা হয়েছে।

এই সিরিজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো এর ৫০ ওয়াটের ২.১ চ্যানেল স্পিকার সিস্টেম, যার সঙ্গে বিল্ট-ইন সাবউফার (৫৫ ইঞ্চি এবং তার বেশি মডেলে) দেওয়া রয়েছে। ডলবি অ্যাটমস এবং টোটাল সোনিক্স প্রযুক্তির কারণে এতে একদম থিয়েটারের মতো আওয়াজ পাওয়া যাবে। এর অত্যাধুনিক এইচকিউএলইডি ডিসপ্লে প্রযুক্তি এবং এআই পিকচার কোয়ালিটি রিয়েল-টাইমে ছবির কনট্রাস্ট, ব্রাইটনেস ও কালার অপ্টিমাইজ করে একদম বাস্তবসম্মত দৃশ্য উপহার দেয়।

নতুন এই সিরিজটিতে রয়েছে জেমিনি ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ লেটেস্ট গুগল টিভি প্ল্যাটফর্ম। হ্যান্ডস-ফ্রি ভয়েস কন্ট্রোলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই শুধু মুখের কথায় পছন্দের শো খুঁজতে, স্মার্ট হোম ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ব্যক্তিগত পরামর্শ পেতে পারবেন। মসৃণ পারফরম্যান্সের জন্য এতে ২ জিবি র‍্যামি এবং ৩২ জিবি রম দেওয়া হয়েছে। গেমারদের জন্য রয়েছে ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট, ভিআরআর এবং এএলএলএম প্রযুক্তি।

এই লঞ্চ প্রসঙ্গে হেয়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডিয়ার সিইও মি. এনএস সতীশ বলেন, “আজকের ভারতীয় গ্রাহকরা আরও নিমগ্ন এবং ব্যক্তিগত বিনোদনের অভিজ্ঞতা চান। আমাদের এই নতুন সিরিজটি গ্রাহকদের আধুনিক জীবনযাত্রার কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে।”

টিভিটি ৪৩”, ৫০”, ৫৫”, ৬৫” এবং ৭৫” স্ক্রিন সাইজে পাওয়া যাচ্ছে, যার শুরুর দাম ৩৫,৯৯০ টাকা। ভারতের সমস্ত প্রধান রিটেল আউটলেটে ৩ বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই টিভিগুলো পাওয়া যাচ্ছে।

এ আই ক্লাউড প্রচারে ভারত ক্লাউড

কলকাতা: ভারতের সার্বভৌম এ আই ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারী ভারত ক্লাউড তাদের প্রথম ব্র্যান্ড ম্যাসকট ‘বাদল’ উন্মোচন করেছে। ক্লাউড ও এ আই প্রযুক্তিকে ব্যবসা, স্টার্ট-আপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সংস্থার কাছে আরও সহজ ও পরিচিত করে তুলতেই এই উদ্যোগ।

সংস্থার দাবি, ‘বাদল’ ভারতের সার্বভৌমত্ব, বিশ্বাস, নিরাপত্তা এবং ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’-র ভাবনাকে তুলে ধরে। পাশাপাশি ক্লাউড ও এ আই নিয়ে আলোচনা আরও সহজ করে তুলবে। ভারত ক্লাউড-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাহুল তাক্কালাপল্লি বলেন, ক্লাউড প্রযুক্তিকে ভয় পাওয়ার মতো বিষয় নয়। ‘বাদল’-এর মাধ্যমে ক্লাউড ও এ আই নিয়ে আলোচনা আরও আকর্ষণীয়, সহজ এবং সবার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে।

সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিটিও পদ্মা রেড্ডি সামা জানান, ‘ক্লাউড জার্নি সিমপ্লিফায়েড’ প্রচারের অংশ হিসেবে ‘বাদল’ গ্রাহক পরিষেবা, ডিজিটাল ক্যাম্পেন, শিক্ষামূলক উদ্যোগ, শিল্প সম্মেলন এবং কমিউনিটি কার্যক্রমে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে ভারত ক্লাউড ভারতের সার্বভৌম এ আই ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে চায়। সংস্থার মতে, নিরাপদ ও দেশীয় ক্লাউড পরিষেবার বাড়তে থাকা চাহিদার কারণে কলকাতা-সহ পূর্ব ভারতের আইটি, ফিনটেক, শিক্ষা ও স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ ইতিবাচক সাড়া ফেলতে পারে।

কিওয়ে নিয়ে এলো অল-নিউ হাইপভোল্ট-আর

কলকাতা: কিওয়ে ইন্ডিয়া আজ ভারতে তাদের সবচেয়ে উন্নত ইলেকট্রিক স্কুটার ‘হাইপভোল্ট-আর’ লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। দৈনন্দিন ব্যবহারের সঙ্গে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এই স্কুটারটি আনা হয়েছে। এতে রয়েছে আকর্ষণীয় স্টাইলিং এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।

স্কুটারটিতে রয়েছে ৫ KWH-এর ডুয়াল রিমুভেবল ব্যাটারি আর্কিটেকচার, যা একবার চার্জে ১৮০ কিমি পথ চলতে পারে। ইন-ভেহিকেল চার্জিংয়ের মাধ্যমে মাত্র ৩ ঘণ্টায় এটি ০-৮০% চার্জ হয়ে যায়। এর ১২ KW পিক পাওয়ারের মিড-মাউন্টেড মোটর স্কুটারটিকে সর্বোচ্চ ১১৫ কিমি/ঘণ্টা গতি দেয়। রাইডাররা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ইকো, নরমাল এবং স্পোর্ট মোড বেছে নিতে পারবেন।

সুরক্ষার জন্য এতে রয়েছে ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম, ডুয়াল-চ্যানেল এবিএস, হিল হোল্ড ও হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল, ক্রুজ কন্ট্রোল এবং ৫-ইঞ্চির ডিজিটাল টিএফটি ডিসপ্লে। এর ২৭-লিটার আন্ডার-সিট স্টোরেজ, ১৪-ইঞ্চি অ্যালয় হুইল এবং ৭৭০ মিমি সিটের উচ্চতা ভারতীয় রাস্তার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

লঞ্চ উপলক্ষে কিওয়ে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার বিকাশ ঝাবাক বলেন, “হাইপভোল্ট-আর-এর মাধ্যমে আমরা এমন একটি প্রিমিয়াম স্কুটার তৈরি করেছি যা রোমাঞ্চকর পারফরম্যান্স ও আধুনিক প্রযুক্তির এক অনন্য প্যাকেজ উপহার দেবে।”

দেশজুড়ে কিওয়ে-র ৪০টিরও বেশি অনুমোদিত ডিলারশিপ এবং অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (WWW.KEEWAY-INDIA.COM) ৫,০০০ টাকার বিনিময়ে এর বুকিং শুরু হয়েছে। এর প্রাথমিক এক্স-শোরুম মূল্য ১,৯৯,০০০ টাকা।

অ্যামাজন প্রাইম ডে-তে সেনহাইজারের পণ্যে ৪০% পর্যন্ত ছাড়

কলকাতা: অডিও প্রযুক্তি ব্র্যান্ড সেনহাইজার অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ১০তম প্রাইম ডে সেল উপলক্ষে তাদের প্রিমিয়াম অডিও পণ্যে বিশেষ অফারের ঘোষণা করেছে। ৪ঠা জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই সেলে নির্বাচিত পণ্যে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়, নো কস্ট ইএমআই এবং অতিরিক্ত ব্যাংক কার্ড সুবিধা পাওয়া যাবে। অফারের আওতায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের হেডফোন, মাইক্রোফোন এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য তৈরি আধুনিক অডিও সমাধান।

এই সেলের অন্যতম আকর্ষণ মোমেন্টাম ৪ ওয়্যারলেস স্পেশাল এডিশন, যার দাম রাখা হয়েছে ২১,৯৯০। এতে রয়েছে ৪২ মিমি ট্রান্সডিউসার, অ্যাডাপটিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন এবং সর্বোচ্চ ৬০ ঘণ্টার ব্যাটারি ব্যাকআপ। স্টুডিও পেশাদারদের জন্য তৈরি এইচডি ৪৯০ প্রো প্লাস মিলবে ২৭,৯৯৯-এ, আর এইচডি ৬৩০ ক্লোজড-ব্যাক হেডফোনের দাম ৪৪,৯৯০। এছাড়া প্রোফাইল ওয়্যারলেস ১-চ্যানেল সেট ও ২-চ্যানেল সেট যথাক্রমে ১৪,৯৯০ এবং ২০,৯৯০-এ পাওয়া যাবে। ৪০ শতাংশ ছাড়ের পর মোমেন্টাম ট্রু ওয়্যারলেস ৪ (ব্ল্যাক কপার)-এর দাম হবে ১৭,৯৯০। পডকাস্টার, স্ট্রিমার এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য তৈরি প্রোফাইল ইউএসবি মাইক্রোফোন-এর মূল্য শুরু হচ্ছে ৬,৯৯০ থেকে।

কলকাতায় ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ, পডকাস্টিং, অনলাইন শিক্ষা এবং গেমিংয়ের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে প্রিমিয়াম অডিও সরঞ্জামের চাহিদাও বাড়ছে। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাইম ডে-র এই অফার শহরের আরও বেশি গ্রাহক, ফ্রিল্যান্সার এবং সৃজনশীল পেশাজীবীদের প্রিমিয়াম অডিও ডিভাইস ব্যবহারে উৎসাহিত করবে। একই সঙ্গে সহজ অর্থায়নের সুবিধা এবং উৎসবমুখর অনলাইন কেনাকাটার প্রবণতা পূর্ব ভারতের বাজারে বিক্রি আরও বাড়াতে সাহায্য করবে।

সেনহাইজারের দাবি, ভারতের অন্যতম বৃহৎ অনলাইন শপিং উৎসবকে সামনে রেখে তাদের সর্বাধুনিক কনজিউমার ও পেশাদার অডিও প্রযুক্তি আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং প্রিমিয়াম অডিও পণ্যকে সহজলভ্য করে তুলতেই এই বিশেষ অফার চালু করা হয়েছে।

এআই ফিচার সহ লঞ্চ হলো নাথিং ফোন (৪বি)

ডিসপ্লে ও প্রসেসর: ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেটের ৬.৭৭ ইঞ্চি সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে এবং স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৪ প্রসেসর।

ক্যামেরা ও ব্যাটারি: OIS সুবিধাসহ ৫০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এবং শক্তিশালী ৬,০০০ MAH ব্যাটারি।

সফটওয়্যার ও ভেরিয়েন্ট: অ্যান্ড্রয়েড ১৬-ভিত্তিক নাথিং ও এস ৪.১ এবং ৮GB+১২৮GB ও ৮GB+২৫৬GB সংস্করণ।

রঙ: কালো, সাদা ও নীল।

কলকাতা: লন্ডন-ভিত্তিক টেক ব্র্যান্ড নাথিং মঙ্গলবার তাদের নতুন ফোন (৪বি) স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে। এটি সংস্থার নতুন (বি) সিরিজের প্রথম ফোন। এতে রয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৪ প্রসেসর, ৬.৭৭ ইঞ্চির ১২০ হার্টজ সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, ৫০ মেগাপিক্সেলের OIS ক্যামেরা, ৬,০০০ MAH ব্যাটারি এবং অ্যান্ড্রয়েড ১৬-ভিত্তিক নাথিং ও এস ৪.১।

ফোনটিতে নাথিং-এর স্বচ্ছ ডিজাইনের সঙ্গে নতুন গ্লিফ বার রয়েছে, যেখানে ৪৫ টি মিনি-এলইডি নোটিফিকেশন ও অ্যালার্ট দেখাবে। এছাড়া চ্যাটজিপিটি, গুগল জেমিনি, সার্কেল টু সার্চ এবং এসেনশিয়াল কী-সহ সম্পূর্ণ এসেনসিয়াল এ আই স্যুট দেওয়া হয়েছে।

নাথিং-এর দাবি, এটি তাদের সবচেয়ে বড় ব্যাটারিযুক্ত স্মার্টফোন। একবার চার্জে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে এবং ৩৩ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং-এ ৩০ মিনিটেরও কম সময়ে ৫০% চার্জ হবে। ক্যামেরায় রয়েছে ১১৯ ডিগ্রি আল্ট্রা-ওয়াইড লেন্স, ট্রুলেন্স ইঞ্জিন ৪, আলট্রা XDR এবং ৪কে ভিডিও রেকর্ডিং।

সংস্থা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB)-র সঙ্গে যৌথভাবে ফোন (৪বি) RCB এডিশন-ও লঞ্চ করেছে, যা বেঙ্গালুরুর নাথিং ফ্ল্যাগশিপ স্টোরে সীমিত সংখ্যায় মিলবে।

ফোনটি কালো, সাদা এবং নীল রঙে 8GB+128GB এবং 8GB+256GB ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্ক ও এক্সচেঞ্জ অফারের পর কার্যকর দাম ২৯,৯৯৯ ও ৩৩,৬৯৯। ১৪ই জুলাই থেকে ফ্লিপকার্ট এবং অন্যান্য প্রধান রিটেল পার্টনার যেমন ক্রোমা, রিলায়েন্স ডিজিটাল এবং বিজয় সেলস-এ বিক্রি শুরু হবে। ফোনটি ৩ বছর অ্যান্ড্রয়েড আপডেট এবং ৬ বছর সিকিউরিটি আপডেট পাবে। কলকাতায় ৩০,০০০–৩৫,০০০ দামের স্মার্টফোন বাজারে এই ফোন প্রতিযোগিতা বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। এআই ফিচার, বড় ব্যাটারি, প্রিমিয়াম ডিজাইন ও প্রতিযোগিতামূলক দামের কারণে তরুণ পেশাজীবী, পড়ুয়া ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যে ফোনটির চাহিদা বাড়তে পারে।

প্রাইম ডে-তে আসছে ইয়েজদি স্ক্র্যাম্বলার

কলকাতা: জাওয়াইয়েজদি মোটরসাইকেলস ঘোষণা করেছে, ৪ঠা থেকে ৬ই জুলাই অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের অ্যামাজন প্রাইম ডে-তে AMAZON.IN-এর নিউ লঞ্চ স্টোরে লঞ্চ হবে ইয়েজদি স্ক্র্যাম্বলার। এর ফলে প্রাইম সদস্যরা বিশেষ অফারের সুবিধা সহ অনলাইনেই মোটরসাইকেলটি কিনতে পারবেন।

দিল্লিতে এক্স-শোরুম মূল্য ১,৯৯,৯৫০ থেকে শুরু হওয়া ইয়েজদি স্ক্র্যাম্বলারটি নতুন ৩৫০ সিসি লিকুইড-কুলড কাতার ইঞ্জিনে চালিত। ভারতের সবচেয়ে হালকা স্ক্র্যাম্বলার হিসেবে এটি শহুরে যাতায়াত ও সপ্তাহান্তের ট্যুরিংয়ের জন্য উপযোগী। গ্রাহকরা অনলাইনে এক্স-শোরুম বুকিংয়ের অর্থ পরিশোধ করে কেনাকাটা সম্পন্ন করতে পারবেন। এরপর অনুমোদিত ডিলাররা অন-রোড মূল্য, রেজিস্ট্রেশন, বিমা ও ডেলিভারির ব্যবস্থা করবেন। দেশের ৪০০-রও

বেশি ডিলারশিপে অ্যাক্সেসরিজ ও অন্যান্য অ্যাড-অনও পাওয়া যাবে।

জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেলসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অনুপম থারেজা জানান, অ্যামাজনের সঙ্গে প্রাইম ডে-র এই উদ্যোগের লক্ষ্য আরও বেশি রাইডারের কাছে ইয়েজদি স্ক্র্যাম্বলার পৌঁছে দেওয়া এবং বিশ্বস্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পারফরম্যান্স-ক্লাসিক মোটরসাইকেল কেনা সহজ করা। ক্রেতারা নো-কস্ট ইএমআই, নির্বাচিত ক্রেডিট কার্ডে ৩,০০০ পর্যন্ত তাৎক্ষণিক ছাড়, অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে ক্যাশব্যাক এবং যোগ্য ব্যবসায়িক কেনাকাটায় জিএসটি ইনভয়েসের সুবিধা পাবেন। সংস্থার দাবি, এই অনলাইন লঞ্চ পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে কলকাতায়, প্রিমিয়াম মোটরসাইকেলের বাজারকে আরও শক্তিশালী করবে।

শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, অনলাইন বুকিং, উৎসবের অফার এবং ডিলারশিপ-সমর্থিত ডেলিভারির সুবিধা কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রিমিয়াম মোটরসাইকেলের চাহিদা বাড়াতে পারে। পাশাপাশি, ওনারশিপ অ্যাস্যুরেন্স প্রোগ্রামের আওতায় ৪ বছর/৫০,০০০ কিমি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি, এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টি, রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স এবং বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কভারেজও দেওয়া হবে, নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে।

শুরু তানায়রা সিজন সেল, রয়েছে বিশেষ ছাড়

শিলিগুড়ি: ১ জুলাই, ২০২৬ থেকে সিজন সেল নিয়ে আসছে টাটা গ্রুপের ব্র্যান্ড তানায়রা। এই সেলে নির্বাচিত শাড়িতে ৪০% পর্যন্ত এবং কুর্তা ও কুর্তা সেটে ৫০% পর্যন্ত ছাড় মিলছে। অফারটি তানায়রার সমস্ত স্টোর ও অনলাইনে উপলব্ধ। এছাড়া প্রথম পাঁচ দিনে ইনসার্কেল সদস্যরা অতিরিক্ত পাবেন ৫% ছাড়।

ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত তাঁতশিল্প কেন্দ্রের হস্তনির্মিত বুননের সংগ্রহ নিয়ে তানায়রার এই সেলে কাঞ্জিভরম, বেনারসি, সাউথ সিল্ক, তসর, জামদানি, সম্বলপুরী, ইকত, চান্দেরি, মহেশ্বরী, কোটা ডোরিয়া-সহ একাধিক জনপ্রিয় শাড়ি রয়েছে। পাশাপাশি বিশুদ্ধ ও প্রাকৃতিক কাপড়ের কুর্তা, কুর্তা সেট, ব্লাউজ ও আনস্টিচড পোশাকও মিলবে, যা বিয়ে, উৎসব ও অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত।

তানায়রার প্রতিটি বিশুদ্ধ সিল্ক শাড়ি সিল্ক মার্ক সিল্ক মার্ক-প্রাপ্ত এবং নির্বাচিত সংগ্রহে জরি সার্টিফিকেশন রয়েছে, যা পণ্যের বিশুদ্ধতা ও গুণমানের নিশ্চয়তা দেয়।

তানায়রার চিফ সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং অফিসার সোমপ্রভ কুমার সিং বলেন, তানায়রার প্রতিটি সৃষ্টি ভারতের সমৃদ্ধ বস্ত্রঐতিহ্য ও আসল হস্তশিল্পের প্রতিফলন। এই সিজন সেলের মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য বাছাই করা হস্তনির্মিত শাড়ি ও পোশাকের সংগ্রহ তুলে ধরা হয়েছে, যা কারুশিল্পের উৎকর্ষ ও চিরন্তন সৌন্দর্যকে উদযাপন করে।

মহিলা উদ্যোক্তেদের পাশে সরলা মাইক্রোফাইনান্স

শিলিগুড়ি: নারীদের স্বাবলম্বী করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করছে সরলা ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মাইক্রোফাইনান্স প্রাইভেট লিমিটেড। এমনই একটি উদাহরণ হলেন জলপাইগুড়ি জেলার টুম্পা সাহা, যিনি তাঁর পরিবারকে সহায়তা করার জন্য একটি ছোট সেলাইয়ের ব্যবসা চালান।

গ্রাহকদের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, নিজের ব্যবসাকে আরও বড় করতে এবং দক্ষতার সঙ্গে অর্ডার শেষ করতে টুম্পার প্রয়োজন ছিল পর্যাপ্ত অর্থের। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে, তিনি সরলা ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মাইক্রোফাইনান্স প্রাইভেট লিমিটেডের ময়নাগুড়ি শাখা থেকে ৬০ হাজার টাকার মাইক্রোফাইনান্স লোন নেন। তিনি এই টাকায় একটি নতুন সেলাই মেশিন কেনার পাশাপাশি কাঁচামাল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম কেনার জন্য বিনিয়োগ করেন, যা তাঁর উৎপাদনশীলতা এবং কাজের গুণগত মান উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটায়। এর ফলে, তাঁর আয় বৃদ্ধি পায়, গ্রাহকদের অর্ডার আরও নিয়মিত হতে শুরু করে এবং তিনি আরও বেশি আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করেন।

টুম্পা বলেন, "সরলা আমাকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং একটি নিয়মিত ও বর্ধিত আয়ের মাধ্যমে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। আমি আমার ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারিত করে একটি ছোট উৎপাদন ইউনিটে রূপান্তর করতে চাই এবং আমার মতো আরও অনেক মহিলার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চাই। আমার ছেলে এখন কোনও চিন্তা ছাড়াই একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে পড়াশোনা করছে। ধন্যবাদ, সরলা।"

তাঁর এই যাত্রা প্রমাণ করে যে ক্ষুদ্রঋণ কীভাবে ছোট ব্যবসাকে শক্তিশালী করে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্রঋণের অবস্থান বেশ সুদৃঢ়; ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে মোট ঋণ নেওয়ার পরিমাণ ছিল ২৭ হাজার ৫১০ কোটি টাকা এবং গড়ে প্রতি ঋণের আকার ৫২ হাজার ৪১৯ টাকা। এমএফআইএন-এনসিএইআর রিপোর্ট অনুযায়ী, ৮৬.৭%-এর বেশি ঋণগ্রহীতা এই টাকা ব্যবসা বা চাষবাসের মতো জীবিকামূলক কাজে লাগান এবং ৭৮.০% পারিবারিক আয়ে অবদান রাখেন। মূলত, এই ধারা একদম নিচু স্তরে উদ্যোক্তা তৈরিতে ও রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ক্ষুদ্রঋণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেই তুলে ধরে।

আয়ুষ্মান ভারত কার্ড অনুমোদনের জন্য বিএলএস ইন্টারন্যাশনালের চুক্তি

কলকাতা: ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি-এর সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার বিএলএস ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি করেছে। তারা 'আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী-জন আরোগ্য যোজনা' এবং 'আয়ুষ্মান ভায়া বন্দনা কার্ড' অনুমোদনকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। সংস্থাটি NHA-এর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের আবেদন যাচাই ও অনুমোদন করবে। এতে রাজ্যের প্রায় ৮.৫ কোটি সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্যসেবা কার্ড বিতরণে সহায়তা হবে। যার মধ্যে ৭০ বছর এবং তার বেশি বয়সী নাগরিকরাও রয়েছেন যারা আয়ুষ্মান ভায়া বন্দনা কার্ডের জন্য যোগ্য।

এই চুক্তিটি বিএলএস ইন্টারন্যাশনালের সম্প্রসারিত ই-গভর্নেন্স এবং স্বাস্থ্যসেবা পোর্টফোলিওতে আরেকটি কৌশলগত সংযোজন। সংস্থাটি জানিয়েছে যে, ভারতের অন্যতম বৃহত্তম জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার স্বচ্ছ এবং দক্ষ সরবরাহ নিশ্চিত করতে তারা প্রযুক্তি-চালিত নাগরিক পরিষেবা, ডিজিটাল যাচাইকরণ প্রক্রিয়া এবং বড় আকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগাবে।

সংস্থার জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর শিখর আগরওয়াল জানান, এই অংশীদারিত্ব বিএলএস ইন্টারন্যাশনালের নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিষেবা ক্ষমতার ওপর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমাগত আস্থার প্রতিফলন ঘটায়। যোগ্য সুবিধাভোগীরা যাতে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যসেবা পান, তা নিশ্চিত করতে সংস্থাটি একটি নির্বিঘ্ন এবং স্বচ্ছ অনুমোদন প্রক্রিয়া বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গের ডিজিটাল জনপরিষেবা ও ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। বিপুল সংখ্যক সুবিধাভোগীর উপস্থিতিতে দ্রুত যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য হবে, যা রাজ্যের ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করবে।

বিশ্বব্যাপী সরকারি ও কূটনৈতিক মিশনগুলির এআই এবং প্রযুক্তি-পরিষেবা অংশীদার বিএলএস ইন্টারন্যাশনাল ১০০টিরও বেশি দেশে ৪৬টি সরকারকে পরিষেবা দিচ্ছে। ৫০,০০০-এর বেশি কেন্দ্র এবং ৬০,০০০ কর্মীর নেটওয়ার্ক সমৃদ্ধ এবং বিজনেস টুডে, ফোর্বস এশিয়া ও ফরচুন ইন্ডিয়া দ্বারা স্বীকৃত এই সংস্থাটির স্বাস্থ্যসেবা ও নাগরিক পরিষেবা ক্ষেত্রে অবস্থান এই চুক্তির মাধ্যমে আরও সুদৃঢ় হলো।

ভারতে উপকূলীয় শিপিং বাড়ালো ডিপি ওয়ার্ল্ড

কলকাতা: ভারতে উপকূলীয় শিপিং পরিষেবা আরও সম্প্রসারিত করলো ডিপি ওয়ার্ল্ড। সংস্থাটি ২,৫০০ টিইইউ-র বেশি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিপি ওয়ার্ল্ড ইন্ডাস নামে একটি নতুন কনটেনারবাহী জাহাজ কিনেছে। ভারতের পতাকাবাহী এই জাহাজটি দেশের বিভিন্ন বড় বন্দরের মধ্যে উপকূলীয় পণ্য পরিবহণে ব্যবহার করা হবে। এর ফলে দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহণ পরিষেবা আরও শক্তিশালী হবে। এই উদ্যোগ ভারতের MARITIME VISION 2030-এর লক্ষ্য পূরণেও সহায়ক হবে।

বর্তমানে ডিপি ওয়ার্ল্ড-এর শিপিং সলিউশনস নেটওয়ার্ক দেশের ১৪টি বন্দরকে ১০টি জাহাজের মাধ্যমে যুক্ত করেছে। ২০২৫ সালে সংস্থাটি উপকূলীয় শিপিংয়ের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৭৩ হাজারেরও বেশি টিইইউ কনটেনার পরিবহণ করেছে। নতুন জাহাজটি সম্প্রতি ডিপি ওয়ার্ল্ড পরিচালিত জেদ্দা সাউথ কনটেনার টার্মিনালেও প্রথমবারের মতো পৌঁছেছে।

ডিপি ওয়ার্ল্ড -এর গ্লোবাল চিফ অপারেটিং অফিসার (মেরিন সার্ভিসেস) গণেশ রাজ বলেন, এই নতুন জাহাজ সংযোজনের মাধ্যমে ভারতের উপকূলীয় শিপিং ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি দীর্ঘ দূরত্বে সড়কপথে পণ্য পরিবহণের বিকল্প হিসেবে এটি আরও কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য পরিষেবা দেবে। তাঁর মতে, এই উদ্যোগ ভারতের সামুদ্রিক খাতকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে সরকারের লক্ষ্যকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এর আগে উপকূলীয় ও স্বল্প দূরত্বের সমুদ্রপথে পরিবেশবান্ধব পণ্য পরিবহণ বাড়াতে সাগরমালা ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারকও সই করেছে ডিপি ওয়ার্ল্ড।

ভারতে ড্রিম-এর L50 সিরিজ লঞ্চ

কলকাতা: ড্রিম টেকনোলজি তাদের স্মার্ট হোম পোর্টফোলিওকে আরও বিস্তৃত করতে ভারতে গত ৬ই জুলাই অ্যামাজন ইন্ডিয়ায় অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে লঞ্চ করলো দুটি নতুন রোবোটিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ড্রিম L50 প্লাস এবং ড্রিম L50। যার মূল্য হবে ৩৪,৯৯৯ ও ২৭,৯৯৯ টাকা।

নতুন L50 সিরিজে রয়েছে ২৫,০০০PA VORMAX™ সাকশন প্রযুক্তি, MOPEXTEND™-সহ ডুয়াল-রোটারি মপ প্যাড, ১০.৫ মিমি ইন্টেলিজেন্ট মপ লিফট, স্মার্ট নেভিগেশন, অবস্ট্যাকল এভয়ডেন্স, অ্যান্টি-ট্যাঙ্গল ব্রাশ, অ্যাপ-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি। কার্পেট শনাক্ত হলে মপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওপরে উঠে যায়।

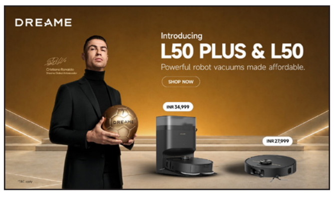

ড্রিম ইন্ডিয়া-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনু শর্মা জানান, ভারতে স্মার্ট হোম সমাধানের চাহিদা বাড়ছে। সেই লক্ষ্যেই উন্নত সাকশন, স্মার্ট মপিং এবং অটোমেশন প্রযুক্তিকে সাশ্রয়ী মূল্যে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতে L50 সিরিজ আনা হয়েছে।

L50 PLUS-এ রয়েছে ৫ লিটারের ডাস্ট ব্যাগ সহ ১২০ দিন পর্যন্ত হ্যান্ডস-ফ্রি ডাস্ট কালেকশন, SMART PATHFINDER™ নেভিগেশন এবং উন্নত অবস্ট্যাকল এভয়ডেন্স। অন্যদিকে L50-এ রয়েছে LDS লেজার নেভিগেশন, আল্ট্রাসনিক কার্পেট শনাক্তকরণ, ৫,২০০MAH ব্যাটারি (সর্বোচ্চ ২৫০ মিনিট রানটাইম), স্মার্ট অ্যাপ কন্ট্রোল এবং পোষ্য-সহ বাড়ির জন্য উপযোগী অ্যান্টি-ট্যাঙ্গল প্রযুক্তি।

সংস্থার দাবি, কলকাতা সহ পূর্ব ভারতের স্মার্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্স বাজারে এই লঞ্চ নতুন গতি আনবে। দুটি মডেলের সঙ্গেই থাকছে ১ বছরের ওয়ারেন্টি এবং ১৬০টিরও বেশি শহরে বিক্রয়োত্তর পরিষেবা। ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত DREAME ২০২৩ সালের শেষ দিকে ভারতে প্রবেশ করে এবং বর্তমানে দেশের রোবোটিক ভ্যাকুয়াম বাজারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বলে সংস্থার দাবি।

ভারতে চকোলেটের বাজারে এখন প্রিমিয়াম ও স্বাস্থ্যকর বিকল্পের চাহিদা

কলকাতা: ৭ জুলাই, বিশ্ব চকোলেট দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত ইনস্টামার্টের সাম্প্রতিক অর্ডার বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, ভারতীয়দের চকোলেট খাওয়ার অভ্যাস দ্রুত বদলাচ্ছে। প্রচলিত পছন্দের পাশাপাশি এখন ক্রেতারা ক্রমশ প্রিমিয়াম, স্বাস্থ্যকর এবং ইন্টারনেট দ্বারা প্রভাবিত নতুন ধরনের চকোলেটের দিকে ঝুঁকছেন।

জুলাই ২০২৫ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত ১৩০টিরও বেশি শহরের অর্ডারের ভিত্তিতে তৈরি এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভাইরাল দুবাই পিস্তাচিও-ফিলড চকোলেটের অর্ডার এক বছরে ১১,৭৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের সবচেয়ে দ্রুত জনপ্রিয়তা পাওয়া চকোলেটের ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে।

তবে এখনও ক্লাসিক মিল্ক চকোলেট সবচেয়ে জনপ্রিয়। মোট চকোলেট অর্ডারের প্রতি ১০টির মধ্যে ৪টিই মিল্ক চকোলেট। এছাড়া

চকোলেট-কোটেড ওয়েফার বার, ফ্রুট অ্যান্ড নাট, ক্যারামেল এবং হ্যাজেলনাট ফ্লেভারের চকোলেটও ক্রেতাদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে।

প্রতিবেদনটি আরও জানায়, স্বাস্থ্যসচেতনতার কারণে সুগার-ফ্রি চকোলেটের অর্ডার বছরে ৮৫ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে ডার্ক চকোলেটের চাহিদা প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি প্রোটিন চকোলেটও দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, যা স্বাস্থ্যকর বিকল্পের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

চকোলেট বিক্রিতে বেঙ্গালুরু শীর্ষে রয়েছে। শহরটি দেশের মোট সুগার-ফ্রি ও প্রোটিন চকোলেট অর্ডারের প্রায় এক-চতুর্থাংশের জন্য দায়ী। অন্যদিকে, প্রিমিয়াম চকোলেট কেনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখা গিয়েছে মুম্বইয়ের ক্রেতাদের মধ্যে।

কলকাতাও ধীরে ধীরে প্রিমিয়াম চকোলেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসেবে উঠে আসছে। শহরটিতে হ্যাজেলনাট ও হোয়াইট চকোলেটের চাহিদা বাড়ছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত, কলকাতার ক্রেতারা একদিকে নতুন ও প্রিমিয়াম চকোলেটের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন, অন্যদিকে প্রচলিত জনপ্রিয় চকোলেটের প্রতিও তাদের পছন্দ অটুট রয়েছে। ফলে পূর্ব ভারতে প্রিমিয়াম কনফেকশনারি ব্র্যান্ডগুলোর জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, চকোলেট এখন আর শুধু বিশেষ উপলক্ষের খাবার নয়; এটি দৈনন্দিন কেনাকাটারও অংশ হয়ে উঠেছে। ভালোবাসা দিবসে চকোলেটের অর্ডার ৭৪ শতাংশ বেড়ে যায় এবং সেই দিনে প্রতি মিনিটে সর্বোচ্চ ৭৪৫টি চকোলেট অর্ডার করা হয় বলেও জানা গিয়েছে।

এছাড়া ক্রেতারা এখন গ্রোসারির সঙ্গে চকোলেটও নিয়মিত অর্ডার করছেন। পপকর্ন, আইসক্রিম, কলা, প্রোটিন শেক এমনকি ইনস্ট্যান্ট নুডলসের সঙ্গেও চকোলেট কেনার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, আহমেদাবাদের এক গ্রাহক এক বছরে চকোলেট কিনতেই ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা খরচ করেছেন।

ফ্লিপকার্টের ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ক্যাটাগরিতে ৫০% প্রবৃদ্ধি

হাওড়া/শিলিগুড়ি: ফ্লিপকার্ট-এর তরফে জানানো হয়েছে, তাদের ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ক্যাটাগরিতে বার্ষিক ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। মূলত জেন-জি ক্রেতা এবং টায়ার ২ ও টায়ার ৩ শহরের গ্রাহকদের হাত ধরেই এই প্রবৃদ্ধি এসেছে, যা পুরো ভারত জুড়ে মানুষের খাদ্যতালিকায় পছন্দের খাবারে যে পরিবর্তন এসেছে সেই ছবিকেই তুলে ধরে। কোম্পানিটি আরও জানায়, তাদের কুইক-কমার্স পরিষেবা 'ফ্লিপকার্ট মিনিটস' মোট চাহিদার ২৫ শতাংশ পূরণ করেছে এবং মেট্রো সিটির বাইরের বাজারগুলো থেকে এই ক্যাটাগরির মোট চাহিদার ৬৫ শতাংশ এসেছে। 'ফ্লিপকার্ট ফুড ফেস্ট ২০২৬'-এর তৃতীয় এডিশনের সঙ্গে এই ঘোষণাটি করা হয়েছে, যেখানে ৫০টিরও বেশি ব্র্যান্ড, ১,০০০-এর বেশি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, তারকা শেফ এবং এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিত্বরা অংশ নিয়েছিলেন।

কোম্পানির তথ্য অনুযায়ী, জেন-জি ক্রেতারা এখন প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার, গরমেট চকলেট এবং স্বাস্থ্যকর স্ন্যাক্স কিনছেন। পাশাপাশি বড় শহরগুলোতে কোরিয়ান সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত খাদ্যপণ্যের চাহিদাও বাড়ছে। গত এক বছরে কোল্ড-প্রেসড অয়েল, অলিভ অয়েল, প্রোটিন ওটস, খাঁটি ঘি এবং প্রিমিয়াম ড্রাই ফ্রুটসের মতো পণ্যগুলোর অনুসন্ধান ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বড় মেট্রোপলিটন শহরগুলোর বাইরেও সাধারণ ভোক্তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সচেতনতার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।

ফ্লিপকার্ট জানিয়েছে যে, তাদের 'ফুড ফেস্ট ২০২৬'-এ নতুন পণ্য লঞ্চ ও বিশেষভাবে তৈরি ফুড জোনের পাশাপাশি শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি কোম্পানি এবং উদীয়মান ডিটুসি ব্র্যান্ডগুলো অংশ নিয়েছে। ফ্লিপকার্ট অ্যাপে এই বিশেষ সেল ফেস্ট আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত চলবে।

আইআরডিএআই চেয়ারম্যানের কমিক বুক সিরিজ লঞ্চ

কলকাতা: 'সবার জন্য বিমা' লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 'ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া'-র চেয়ারম্যান শ্রী অজয় শেঠ একটি 'ভোক্তা সচেতনতা কমিক বুক সিরিজ' লঞ্চ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো জীবন বিমার জটিল বিষয়গুলোকে সহজ গল্প বলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলা।

এই শিক্ষামূলক কমিক সিরিজে ম্যারেড উইমেনস প্রপার্টি অ্যাক্ট, ওয়েভার অব প্রিমিয়াম এবং ক্রিটিক্যাল ইলনেস রাইডারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো 'সুপ্রিয়' নামের এক তরুণ ইন্সুরেন্স অ্যাডভাসরের বাস্তব জীবনের গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

জাতীয় বিমা সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে 'আইএসি-লাইফ'-এর চেয়ারপার্সন শ্রী কমলেশ রাও এবং 'লাইফ ইন্সুরেন্স কাউন্সিল'-এর সেক্রেটারি জেনারেল শ্রী আদিত্য গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানান, এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ভারতীয় পরিবারগুলোর আর্থিক প্রস্তুতি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাড়াতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে কমলেশ রাও, ডি দোরাইস্বামী (এমডি, এলআইসি), সমীর বনসল (এমডি ও সিইও, পিএনবি মেটলাইফ) এবং ঋষভ গান্ধীর (এমডি ও সিইও, ইন্ডিয়াফার্স্ট লাইফ ইন্সুরেন্স) উপস্থিতিতে 'ইন্ডিয়া আস্কস: হোয়াই প্রায়োরিটাইজ লাইফ ইন্সুরেন্স?' শীর্ষক একটি প্যানেল ডিসকাশনও হয়।

জানানো হয়েছে, ২০২৬ অর্থবছর নাগাদ বিমা শিল্পে 'নিউ বিজনেস প্রিমিয়ামে' ১৫.৭% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং ২.৮৩ কোটিরও বেশি পলিসি ইস্যু করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ভারতে এখনও ৮৭% জীবন বিমার ঘাটতি রয়েছে, যা ১৮-৩৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ৯০%-এরও বেশি। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ২০১৯ সালে গঠিত 'ইন্সুরেন্স অ্যাওয়ারনেস কমিটি' দেশজুড়ে সচেতনতা বাড়াতে নিরলস কাজ করে চলেছে।

ফিফা®র মরশুমে কোকা কোলা নিয়ে এলো "দ্য লস্ট ভয়েসেস"

কলকাতা: ভারতের ফুটবলপ্রেমীদের অসাধারণ আবেগ ও উন্মাদনাকে সম্মান জানাতে কোকা-কোলা দেশজুড়ে শুরু করেছে একটি বিশেষ ক্যাম্পেইন "দ্য লস্ট ভয়েসেস"।

ফিফা® বিশ্বকাপ-এর মরশুমকে সামনে রেখে তৈরি এই ক্যাম্পেইনটি ভারতের একটি অনন্য সাংস্কৃতিক সত্যকে তুলে ধরে। ১৯৫৫ সালের পর ভারত এই টুর্নামেন্টে অংশ না নিলেও, কেরালা থেকে গোয়া এবং আসাম থেকে পশ্চিমবঙ্গ দেশের কোটি কোটি ফ্যান বিশ্বমঞ্চের দলগুলোকে এমনভাবে সমর্থন করেন, যেন তাদের নিজেদের দেশই মাঠে খেলছে।

কোকা-কোলার গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম "ফিল ইট অল"-এর অধীনে ওগিলভি ইন্ডিয়ার কনসেপ্টে তৈরি এই ক্যাম্পেইনে আসল ফ্যানদের স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রিয় দলের জন্য চিৎকার করতে করতে গলা ভেঙে ফেলা ফুটবলপ্রেমীদের সেই আসল, জোরালো কণ্ঠস্বরকেই ব্র্যান্ডটি তাদের সোশ্যাল মিডিয়া ফিডে তুলে ধরবে বলে জানিয়েছে।

কোকা-কোলা ইন্ডিয়া ও সাউথ-ওয়েস্ট এশিয়ার মার্কেটিং সিনিয়র ডিরেক্টর কার্তিক সুব্রহ্মনিয়ান বলেন, "ফিফা®-র সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। কোকা-কোলা সবসময় ফুটবলের আবেগ ও একতাকে উদযাপন করেছে।"

ওগিলভি ইন্ডিয়ার চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার সুকেশ নায়ক জানান, ভারতীয়দের ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার মতো দলগুলোর প্রতি আবেগ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তাদের এই হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বরই হবে এই ক্যাম্পেইনের মূল শক্তি। "দ্য লস্ট ভয়েসেস"-এর মাধ্যমে কোকা-কোলা ভারতীয় ফুটবল ভক্তদের সেই প্রাপ্য স্পটলাইট দিচ্ছে, যা তারা সত্যিই দাবি করেন।

রুই ও কাতলার স্বাদে ক্যাট ফুড লঞ্চ WHISKAS®-এর

কলকাতা: ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত ক্যাট ফুড ব্র্যান্ড WHISKAS®, বিড়ালদের জন্য নিয়ে এলো তাদের একদম নতুন 'ইন্ডিয়ান ফিশ রেঞ্জ'। ভারতীয় পরিবারগুলোতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহু ব্যবহৃত দুটি মাছ রুই ও কাতলার স্বাদের অনুপ্রেরণায় এই বিশেষ রেঞ্জটি তৈরি করা হয়েছে। মুম্বই ও কলকাতার সমুদ্রতীরে 'ক্যাচ অব দ্য ইয়ার' ট্যাগলাইনে এই ক্যাম্পেইন শুরু হয়।

WHISKAS®-এর সিগনেচার 'ক্রাঞ্চি ক্রিমি ইয়ামি পকেটস™' ভেরিয়েন্টের ধাচে তৈরি এই নতুন পণ্য বিড়ালদের ১০০% সম্পূর্ণ ও সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করে। '22FEET' দ্বারা পরিকল্পিত এই ক্যাম্পেইনের ব্র্যান্ড ফেস হিসেবে যুক্ত হয়েছেন জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী ও বিড়ালপ্রেমী মৃনাল ঠাকুর।

ভারতীয়রা ঘরোয়াভাবে বিড়ালকে মাছ খাওয়ালেও, সাধারণ ঘরে রান্না করা মাছে বিড়ালে জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। সেই অভাব পূরণ

করতেই এই বিজ্ঞানসম্মত প্যাকড খাবার আনা হয়েছে। এই ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে মুম্বই ও কলকাতার জনপ্রিয় কিছু এলাকায় 'ক্যাচ অফ দ্য ইয়ার' ট্যাগলাইনে এক বিশাল টিজার অ্যাক্টিভেশন করা হয়।

লঞ্চ প্রসঙ্গে মৃনাল ঠাকুর বলেন, "বিড়ালপ্রেমী হিসেবে আমি জানি ওরা মাছ পছন্দ করে। WHISKAS®-এর এই নতুন রেঞ্জটি বিড়ালদের প্রিয় স্বাদের সঙ্গে সঠিক পুষ্টির এক দারুণ মেলবন্ধন।"

\মার্স পেট নিউট্রিশন-এর চিফ মার্কেটিং অফিসার আয়েশা হুডার বক্তব্য, "রুই ও কাতলার পরিচিত স্বাদের সঙ্গে আমাদের গ্লোবাল পুষ্টিবিজ্ঞানের সংমিশ্রণে আমরা এমন একটি প্রোডাক্ট তৈরি করেছি যা বিড়ালের সুষম পুষ্টির চাহিদা মেটাবে এবং পেটস প্যারেন্টসদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।"

'22FEET'-এর এক্সিকিউটিভ ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর শ্যাম নায়ার যোগ করেন, "মুম্বই বা কলকাতার ভিত্তিতে রুই কাতলার আঞ্চলিক নাম আলাদা হলেও, বিড়ালকে ভালোবেসে এসব মাছ খাওনোর আবেগ সবক্ষেত্রেই এক। আমরা এখানে সেই অনুভূতিকেই তুলে ধরেছি।"

এই নতুন WHISKAS® ইন্ডিয়ান ফিশ রেঞ্জটি এখন ভারতের সমস্ত প্রধান রিটেইল স্টোর এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে।

আধার হাউজিং ফাইন্যান্সের সচেতনতা শিবির

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা স্পট স্যাংশন ক্যাম্পের আয়োজন

কলকাতা: দেশের শীর্ষস্থানীয় আবাসন বাজারগুলিতে যখন সামগ্রিক মন্দা চলছে, তার মধ্যেও ২০২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে কলকাতার আবাসন বাজার উল্লেখযোগ্য স্থিতিশীলতার পরিচয় দিয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে শহরে ফ্ল্যাট বিক্রির পরিমাণ গত বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোট ৪,০৪৩টি আবাসিক ইউনিট বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি, দেশের অন্যতম প্রধান সাশ্রয়ী আবাসন বাজার হিসেবে কলকাতায় প্রথমবারের জন্য বাড়ি কিনতে চাওয়া ব্যক্তি এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে ফ্ল্যাট কেনার চাহিদাও অব্যাহত রয়েছে। মাত্র ২২ শতাংশ ইএমআই-টু-ইনকাম অনুপাতের কারণে কলকাতায় বাড়ি কেনা তুলনামূলকভাবে সহজ হওয়ায় আবাসন ঋণের চাহিদাও বাড়ছে।

বিশেষ করে প্রথমবার বাড়ি কিনতে চাওয়া পরিবার, স্বনিযুক্ত ব্যক্তি এবং নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলির মধ্যে ক্রমাগত বাড়ির মালিক হওয়ার আগ্রহ বাড়তে থাকায়, আধার হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড কেন্দ্র সরকারের আবাসন সহায়তা প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যোগ্য উপভোক্তাদের সহজে গৃহঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দিতে ১০ ও ১১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কলকাতার ব্যারাকপুর, হাওড়া, গড়িয়া-সহ অন্যান্য প্রধান শহর ও ছোট শহরতলিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY) স্পট স্যাংশন ক্যাম্পের আয়োজন করছে।

কাদের ক্ষেত্রে চিনাবাদাম মারাত্মক?

চিনাবাদাম পুষ্টিগুণে ভরপুর। এতে রয়েছে প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিন ও নানা খনিজ উপাদান। চিনাবাদাম খেলে যেমন পেট অনেকক্ষণ ভরা রাখে, তেমনই শরীরে নানা উপকার করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি খেলে বাদামের মতো উপকার পাওয়া যায়। তবে চিনাবাদাম সবার জন্য উপযোগী নয়। কিছু নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি খাওয়ার আগে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

কোন কোন রোগ থাকলে চিনাবাদাম খাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে?

উচ্চ রক্তচাপে ভুগলে অতিরিক্ত নুনযুক্ত বা ভাজা চিনাবাদাম এড়িয়ে চলাই ভালো। কারণ এতে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকায় রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে নুনবিহীন বা সেদ্ধ চিনাবাদাম খাওয়া যেতে পারে।

যাঁদের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি, গাঁটের ব্যথা বা আর্থ্রাইটিসের সমস্যা রয়েছে, তাঁদেরও সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনাবাদামে থাকা উচ্চমাত্রার প্রোটিন ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে উপসর্গ তীব্র করতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এটি খাওয়াই ভালো।

অ্যালার্জি থাকলে চিনাবাদাম মারাত্মক হতে পারে। ত্বকে ফুসকুড়ি, চুলকানি, ফোলাভাব, শ্বাসকষ্ট হলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যাঁদের তীব্র অ্যালার্জি রয়েছে, তাঁদের জন্য চিনাবাদাম সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলাই নিরাপদ।

এ ছাড়া যকৃত বা অগ্ন্যাশয়-সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের অতিরিক্ত চিনাবাদাম না খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে থাকা ফ্যাট সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলোর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যাঁরা নিয়মিত বদহজম, গ্যাস, পেট ফাঁপা বা অন্যান্য হজমজনিত সমস্যায় ভোগেন, তাঁদেরও চিনাবাদাম এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ এতে থাকা ফ্যাট হজমের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনাবাদামে ক্যালোরির পরিমাণ তুলনামূলক বেশি। অতিরিক্ত খেলে ওজন বৃদ্ধি, গ্যাস, পেট ফাঁপা ও বদহজমের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ভাজা বা অতিরিক্ত নুনযুক্ত চিনাবাদামের পরিবর্তে কাঁচা বা সেদ্ধ চিনাবাদাম বেছে নেওয়াই স্বাস্থ্যসম্মত। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন প্রায় ২৮ থেকে ৩০ গ্রাম চিনাবাদাম যথেষ্ট। সকাল অথবা সন্ধ্যায় জলখাবার হিসেবে এটি খাওয়া যেতে পারে।

মশার কামড়ে নাজেহাল?

জেনে নিন চুলকানি কমানোর উপায়

বর্ষাকালে মশার উপদ্রব বাড়ে। মশার কামড়ের কারণে ত্বকে চুলকানি, লালচে ভাব ও ফোলাভাবও বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর মূল কারণ হল শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং বর্ষার উচ্চ আর্দ্রতা, যা ত্বকের অস্বস্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

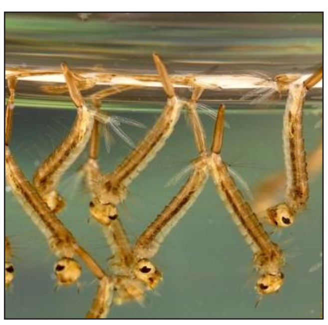

কেন চুলকায়?

মশা রক্তপান করার সময় ত্বকে সামান্য পরিমাণ লালা প্রবেশ করায়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এই লালাকে বিদেশি পদার্থ হিসেবে শনাক্ত করে হিস্টামিন নিঃসরণ করে। এর ফলেই কামড়ের স্থানে লালচে ভাব, হালকা ফোলাভাব এবং চুলকানির অনুভূতি তৈরি হয়।

আর্দ্রতা কেন অস্বস্তি বাড়ায়?

উষ্ণ আবহাওয়া ও বেশি আর্দ্রতার কারণে ঘাম বেশি হয়, যা কামড়ের স্থানে জ্বালা ও চুলকানির অনুভূতি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে আক্রান্ত স্থান বারবার চুলকানোর প্রবণতা দেখা যায়।

দ্রুত আরামের উপায়

ঠান্ডা সেঁক দিন: কামড়ের স্থানে ৫-১০ মিনিট ঠান্ডা সেঁক বা বরফ মোড়ানো কাপড় লাগালে ফোলাভাব কমতে পারে এবং সাময়িকভাবে চুলকানি উপশম হতে পারে। বরফ কখনোই সরাসরি ত্বকে লাগাবেন না।

প্রাকৃতিক তেলের ব্যবহার: ইউক্যালিপটাস(নীলগিরি), নারকেল, জলপাই বা পুদিনা তেল কিছু ত্বকে শীতল অনুভূতি এনে সাময়িক আরাম দিতে পারে। তবে এগুলো ব্যবহারের আগে ত্বকে অ্যালার্জি আছে কি না তা পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত এবং খোলা ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা উচিত নয়।

চুলকাবেন না: বারবার চুলকালে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।

ভবিষ্যতে মশার কামড় এড়াতে যা করবেন : বাড়ির আশপাশে জমে থাকা জল নিয়মিত পরিষ্কার করুন, জানালা ও দরজায় মশারি বা জাল ব্যবহার করুন, বাইরে গেলে লম্বা হাতা জামাকাপড় পরুন, প্রয়োজনে মশা প্রতিরোধক ব্যবহার করুন।

মশার কামড়ের পর যদি অতিরিক্ত ফোলাভাব, তীব্র ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, সারা শরীরে অ্যালার্জির লক্ষণ, জ্বর বা সংক্রমণের উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

রথে স্বাস্থ্যকর উপায়ে ঘরেই বানান কম তেল ও কম মিষ্টি দিয়ে গুড়ের জিলিপি

মিষ্টি খেতে ভালোবাসলেও অতিরিক্ত তেল ও চিনি এড়িয়ে চলতে চান অনেকেই। পুষ্টিকর কিছু উপকরণ ব্যবহার করে ঘরেই তৈরি করা যায় তুলনামূলক স্বাস্থ্যকর জিলিপি। এতে ময়দার বদলে আটা ব্যবহার করা হয় এবং চিনির পরিমাণও কম রাখা হয়।

উপকরণ (পরিমাণসহ)

আটা – ১ কাপ
ওটসের গুঁড়ো – ২ টেবিল চামচ
টক দই – আধা কাপ
বেকিং পাউডার – আধ চা-চামচ
গুড় – আধ কাপ
জল – প্রয়োজনমতো
এলাচ গুঁড়ো – আধ চা-চামচ
অলিভ অয়েল বা পরিমিত পরিমাণ সাদা তেল – ভাজার জন্য

প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে আটা, ওটসের গুঁড়ো ও টক দই একসঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োজনমতো জল দিয়ে একটি মসৃণ ব্যাটার তৈরি করুন। ব্যাটারটি ২ থেকে ৩ ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন।

এরপর চিনি বা খেজুরের গুড় ও সামান্য জল দিয়ে হালকা রস তৈরি করুন। চাইলে এতে এলাচ গুঁড়ো যোগ করতে পারেন।

ব্যাটারে বেকিং পাউডার মিশিয়ে একটি পাইপিং ব্যাগ বা ছোট ছিদ্রযুক্ত বোতলে ভরে নিন। কড়াইতে অল্প তেল গরম করে মাঝারি আঁচে জিলিপির আকারে ছাড়ুন এবং দুই পাশ হালকা সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

ভাজা জিলিপিগুলো ১৫ থেকে ২০ সেকেন্ড হালকা গরম রসে ডুবিয়ে তুলে নিন। এতে কম চিনি শোষিত হবে, তবে স্বাদ বজায় থাকবে।

এভাবে সহজেই তৈরি করা যায় তুলনামূলক কম তেল ও কম চিনিযুক্ত স্বাস্থ্যকর জিলিপি, যা উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতাকেও গুরুত্ব দেয়।

মেঘ, বৃষ্টি আর পাহাড়ের বুক জুড়ে হঠাৎ সফর

সুদিপ্তা সাহা

ভ্রমণ

কিছু কিছু ভ্রমণ আগে থেকেই পরিকল্পনা করে করা হয়। আবার কিছু সফর শুধুই প্রকৃতির টানে। শিলিগুড়ির ব্যস্ততা, যানজট আর প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবন থেকে কয়েক ঘণ্টার মুক্তি খুঁজতে স্কুটির চাবিটা হাতে তুলে নেওয়াই যথেষ্ট। তারপর পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া। বৃষ্টি ভেজা আঁকাবাঁকা রাস্তা, মেঘে ঢাকা খাদ আর সবুজে মোড়া পাহাড় যেন মুহূর্তেই মনকে অন্য এক জগতে নিয়ে যায়।

সাধারণত পর্যটকেরা গরমের সময় উত্তরবঙ্গ ঘুরতে আসতে বেশি পছন্দ করেন। তখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারঢাকা শৃঙ্গ দেখা যায়। কিন্তু বর্ষার উত্তরবঙ্গের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ আলাদা। এই সময় পাহাড়কে নতুন করে চেনা যায়। চারপাশে সবুজের সমারোহ, মেঘের আনাগোনা আর টানা বৃষ্টির সুর মিলিয়ে যেন প্রকৃতি নিজেই নতুন রূপে ধরা দেয়।

শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ের দিকে উঠতে উঠতেই আবহাওয়ার বদল চোখে পড়ে। কখনও হালকা ফোঁটা, আবার কখনও ঝমঝম বৃষ্টি। রাস্তার এক পাশে পাহাড়,

অন্য পাশে গভীর খাদ। তার মাঝেই মেঘ এসে কখনও রাস্তা ঢেকে দিচ্ছে, আবার কয়েক মুহূর্ত পরই সব পরিষ্কার। মনে হচ্ছিল, মেঘগুলো যেন আমাদের সঙ্গেই পথ চলেছে।

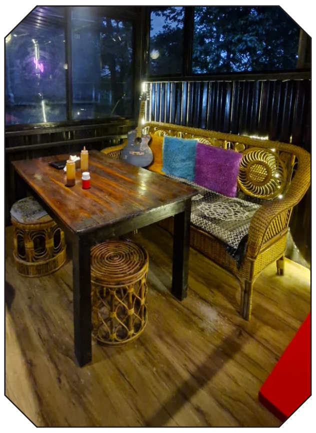

পাহাড়ি রাস্তার ধারে ছোট্ট চায়ের দোকানগুলো বর্ষার দিনে আলাদা আকর্ষণ তৈরি করে। বৃষ্টির শব্দের মধ্যে ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা, সঙ্গে গরম পকোড়া কিংবা মোমো, এর চেয়ে সুন্দর বিরতি আর কী হতে পারে! দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়ে মেঘের খেলা দেখতে দেখতে সময় কখন কেটে যায়, টেরই পাওয়া যায় না।

বর্ষার উত্তরবঙ্গ যেমন সুন্দর, তেমনই কিছুটা অনিশ্চিতও। ভারী বৃষ্টির কারণে পাহাড়ে ধস নামতে পারে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা যাত্রাপথে হঠাৎ পরিবর্তন আনতে হতে পারে। তাই এই সময়ে ঘুরতে বের হলে আবহাওয়ার খবর জেনে নেওয়া, পর্যাপ্ত সময় হাতে রাখা এবং সতর্কতার সঙ্গে বের হওয়াই সবচেয়ে ভালো।

তবে এই সামান্য অনিশ্চয়তার মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে বর্ষার আসল সৌন্দর্য। কোথাও পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে না, কারণ সাদা মেঘ সব ঢেকে রেখেছে। আবার হঠাৎ বাতাস বইতেই সেই মেঘ সরে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে সবুজ পাহাড়ের সারি। এমন দৃশ্য প্রতিবারই নতুন মনে হয়।

বর্ষার জলে ধুয়ে-মুছে আরও সতেজ হয়ে ওঠে উত্তরবঙ্গের বনভূমি। পাইন, শাল আর নানা অজানা গাছপালা যেন নতুন প্রাণ ফিরে পায়। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ছোট-বড় ঝরনাগুলোও এই সময় সবচেয়ে বেশি প্রাণবন্ত। প্রকৃতির প্রতিটি রং যেন আরও গাঢ় হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে ভালো লাগে এই সময় পর্যটকের ভিড় তুলনামূলক কম থাকে। তাই প্রকৃতির শব্দগুলো আরও স্পষ্টভাবে শোনা যায়। বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ, দূরে ঝরনার গর্জন আর পাহাড়ি বাতাসের শীতল স্পর্শ মিলিয়ে এক অন্যরকম শান্তির অনুভূতি তৈরি হয়।

দিনের শেষে যখন আবার শিলিগুড়ির পথে ফিরছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল, সঙ্গে করে শুধু কিছু ছবি নয়, বরং অনেকগুলো অনুভূতি নিয়ে ফিরছি। বৃষ্টিভেজা রাস্তা, পাহাড়ের কোলে ভেসে বেড়ানো মেঘ, ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা আর সবুজে মোড়া সেই নিস্তব্ধ পাহাড়, সবকিছুই মনে থেকে যাবে অনেকদিন।

যাঁরা বর্ষাকে শুধু ঘরে বসে উপভোগ করেন, তাঁদের একবার অন্তত উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে এই ঋতুর রূপ দেখে আসা উচিত। কারণ বর্ষার উত্তরবঙ্গ শুধু একটি ঘুরতে যাওয়ার গন্তব্য নয়, এটি এমন এক অভিজ্ঞতা, যা প্রকৃতিকে নতুন করে ভালোবাসতে শেখায়।

নতুনভাবে সেজে উঠেছে হলদিবাড়ি স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন

হলদিবাড়ি: অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক রূপে সেজে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী হলদিবাড়ি রেলস্টেশন। উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রথম এই স্টেশনের উন্নয়ন কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। শীঘ্রই এর উদ্বোধন হবে। ৭ জুলাই, মঙ্গলবার স্টেশন পরিদর্শনে এসে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কিরেন্দ্র নাড়া জানান, যাত্রীদের নিরাপদ, আরামদায়ক ও আধুনিক পরিষেবা দিতে স্টেশনে উঁচু প্ল্যাটফর্ম, দুটি ফুট ওভারব্রিজ, লিফট, উন্নত ওয়েটিং রুম, অনলাইন টিকিট বুকিং ব্যবস্থা, পার্সেল অফিস, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য সমতল রাস্তা ও ব্রেইল চিহ্নসহ একাধিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি স্টেশন চত্বরে বাগান, পার্কিং, ডিজিটাল ঘোষণা ব্যবস্থা এবং 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্টলও তৈরি করা হয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্বোধনের আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এদিন স্টেশন পরিদর্শন করেন ডিআরএম।

দিনহাটার পুজো কমিটির সঙ্গে বৈঠকে অজয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: মঙ্গলবার তথা ৭ জুলাই দিনহাটার বড় বাজেটের পুজোগুলির আয়োজন নিয়ে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক করলেন বিধায়ক অজয় রায়। সরকার পরিবর্তনের পর পুজো আয়োজন নিয়ে কিছুটা সংশয় তৈরি হওয়ায় তা দূর করতেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেদিন দিনহাটা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি সদনে আয়োজিত বৈঠকে বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পুজোর আয়োজন, প্রতিমা নিরঞ্জন এবং কার্নিভাল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পন্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96